Visit http://www.asram.org

২৫শে ডিসেম্বর

প্রভুর জন্মোৎসব

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - ইসা ১১:১-১০

যেসের মূলকান্ড ও মসীহকালীন শান্তি

যেসের মূলকান্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ;
তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।
প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা,
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,
সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।
তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।
তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না,
জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না ;
বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন,
সততায় দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন ;
তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন,
নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন ;
ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস,
বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমরবন্ধনী।
নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ ছাগশিশুর পাশে শুয়ে থাকবে,
বাছুর, যুবসিংহ ও নধর পশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
একটি ছোট্ট বালকই তাদের চালনা করবে।
গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে।
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে।
দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে খেলা করবে,
দুধ-ছাড়ানো বালক চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢোকাবে।
তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই আর ঘটাবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ।
সেদিন যেসের শিকড়—যিনি জাতিসকলের নিশানারূপে দাঁড়ান—
হবেন দেশগুলির অন্বেষার পাত্র,
তাঁর বিশ্রামস্থান গৌরবময় হয়ে উঠবে।

শ্লোক লুক ২:১৪
℟ আজ স্বর্গেশ্বর আমাদের জন্য কুমারীগর্ভে জন্ম নিচ্ছেন, তিনি যেন পতিত মানুষকে স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।
℣ দূতবাহিনী আনন্দিত, সনাতন পরিত্রাণ যে মানবজাতির কাছে আবির্ভূত হল।
℟ ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব ; ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!
℣ দূতবাহিনী আনন্দিত, সনাতন পরিত্রাণ যে মানবজাতির কাছে আবির্ভূত হল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি উপদেশ ১৪৯

খ্রীষ্টের নাম, শান্তি

আমাদের ত্রাণকর্তা সেই প্রভু যখন তাঁর প্রথম মাংসগত আবির্ভাবে আমাদের কাছে এলেন, তখন সেই দূত স্বর্গীয় গায়কদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাখালদের কাছে সেই সংবাদ দিয়ে বললেন, *আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে।*

সুতরাং আমরাও স্বর্গদূতদের একই কথায় মহা আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি, কেননা আজ মণ্ডলী শান্তিতে আছে ; আজ মণ্ডলীর জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছেছে ; আজ, আমার প্রিয়জনেরা, খ্রীষ্টের আপন জনগণ গৌরবে উন্নীত, সত্যের শত্রুরা কিন্তু অবনমিত ; আজ খ্রীষ্ট আনন্দিত, শয়তান কিন্তু শোকে আচ্ছাদিত ; আজ স্বর্গদূতেরা উল্লসিত, অপদূতেরা কিন্তু বিদূরিত। আর কী বলব? আজ শান্তিরাজ খ্রীষ্ট আবির্ভূত হয়ে যত দ্বন্দ্ব বাতিল করে দিলেন, এবং সূর্য যেমন

আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে, তিনি তেমনি তাঁর শান্তির জ্যোতিতে মণ্ডলীকে উদ্ভাসিত করেন, কেননা *আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।*

আহা, শান্তি কতই না কাম্য! শান্তিই যে খ্রীষ্টবিশ্বাসের অটল ভিত্তি ও প্রভুর বেদির স্বর্গীয় অলঙ্কার। এমন কী বলতে পারি যা এ শান্তির যোগ্য? খ্রীষ্টের আপন নামই তো শান্তি, যেমন প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্ট নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন।*

কিন্তু রাজার আগমন উপলক্ষে যেমন যত রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করা হয় ও সমস্ত নগরটা পুষ্পরাজি ও আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করা হয় যাতে এমন কিছুই না থাকে যা রাজার উপস্থিতির অযোগ্য, তেমনি এখন শান্তিরাজ খ্রীষ্টের আগমন উপলক্ষে যত দুঃখ দূর করা হোক, এবং সত্যের জ্যোতিতে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা বিলীন হোক, বিবাদ নিঃশেষিত হোক, সুসম্পর্কই উন্মেষিত হোক।

আর ইহলোকে ধার্মিকেরা শান্তির গুণাবলি প্রচার করতে করতে, ঊর্ধ্বলোকেও বাজে তার প্রশংসাবাদের গৌরবময় প্রতিধ্বনি যেখানে দূতেরা গান করে চলেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!*

ভাইবোনেরা, দেখ কী করে স্বর্গমর্তের সকল প্রাণী পরস্পরের কাছে শান্তি দান করছে: স্বর্গ থেকে দূতেরা পৃথিবীর কাছে শান্তির সংবাদ জানাচ্ছেন, পৃথিবীতে ধার্মিক সকলে মিলে সেই খ্রীষ্টের প্রশংসা করছেন যিনি আমাদের শান্তি, যিনি দূতদের মাঝে উন্নীত; এবং স্বর্গীয় গায়কদল গান করছে, *ঊর্ধ্বলোকে হোসান্না!*

তবে এসো, দূতদের সঙ্গে আমরাও বলি, ঈশ্বরের গৌরব! তিনি যে শয়তানকে অবনমিত করলেন ও তাঁর খ্রীষ্টকে গৌরবে উন্নীত করলেন। ঈশ্বরের গৌরব! তিনি যে বিবাদ বিলুপ্ত করলেন ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

শ্লোক

প্র আজ সত্যকার শান্তি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এল;
উ আজ মর্ত স্বর্গের মাধুর্যে পরিপ্লুত।
প্র যার প্রস্তুতি প্রাচীনকাল থেকে, শাশ্বত আনন্দের সেই নবমুক্তির দিন আজ আমাদের উপর উদিত হল।
উ আজ মর্ত স্বর্গের মাধুর্যে পরিপ্লুত।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - ইসা ৪০:১-৮

মুক্তিসংবাদ

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুসালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর:
তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে:
‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব,
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’
‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।’

শ্লোক লুক ১:৪৮ দ্রঃ
℣ ধন্য সেই বংশধারা, যা থেকে খ্রীষ্ট জন্ম নিলেন!
℟ স্বর্গেশ্বরকে যিনি প্রসব করলেন, সেই কুমারীর গৌরব হোক!
℣ পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়া, সকল জাতি তোমাকে ধন্যা বলবে!
℟ স্বর্গেশ্বরকে যিনি প্রসব করলেন, সেই কুমারীর গৌরব হোক!

দ্বিতীয় পাঠ - আঙ্কিরার ধর্মপাল থেওদতসের উপদেশাবলি প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ২:১,৩,১২,১৪

মানবস্বরূপ গ্রহণ ক’রে
ঈশ্বর আমাদের ঐশস্বরূপ দান করলেন

আমরা আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের মর্মসত্য উদ্‌যাপন করছি: যিনি আমাদের সঙ্গে নিত্যই বিরাজমান, তাঁরই আগমন; যাঁর বিদ্যমানতায় বিশ্বজগৎ পরিপূর্ণ, তাঁরই উপস্থিতি; যিনি সর্বদর্শী, তাঁরই দর্শনের কথা উদ্‌যাপন করছি। শাস্ত্র বলে, *তিনি তাঁর আপনজনদের মধ্যে এলেন, কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করল না;* এমনকি তিনি জগতে ছিলেন, এমন জগৎ যা *তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না।*

তবু আমাদের উপলব্ধির এ দুর্বলতা আমাদের উপর দোষ হিসাবে আরোপ করা হয়নি, কেননা ঐশস্বরূপের অধিকারী বলে ঈশ্বর তো আমাদের মানবীয় বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতার অতীত, আমাদের মনশ্চক্ষুও তাঁকে উপলব্ধি করতে অক্ষম; ঈশ্বরত্ব তো আমাদের জ্ঞানের অতীত, আমাদের ধীশক্তি থেকে বহু ঊর্ধ্বেই।

সুতরাং তাঁর সেই স্বরূপের মাহাত্ম্যের কারণে আমরা যেন ঈশ্বরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত না থাকি, সেজন্য যিনি অদৃশ্য, তিনি এমন স্বরূপ ধারণ করেন যা আমাদের পক্ষে দৃশ্য; যিনি কারও করতলে স্থান পেতে পারেন না, তিনি এমন দেহ ধারণ করেন যা আমরা স্পর্শ করতে পারি। অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্যগত হন, বাণী স্পর্শনসাধ্য হন এবং ঈশ্বরপুত্র ক্রীতদাসের ভাই হন, যাতে করে যে স্বরূপ মানবতার উপরেই উচ্চতম, সেই স্বরূপ মানবদৃষ্টিকে না এড়িয়ে বরং তার দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

আজ ঈশ্বর কুমারীগর্ভে আবির্ভূত হলেন, এমন কুমারী যিনি মাতৃত্ব গ্রহণ করেও কুমারী হয়ে থাকলেন। এদিক ওদিক দর্শন দিয়ে নয়, বরং তাঁর আপন অদৃশ্য স্বরূপ দৃশ্য আকারে প্রকাশ ক’রে ও আমাদের কাছে আমাদের মত মানুষ হয়ে আবির্ভূত হয়েই ঈশ্বর মানবস্বরূপে আমাদের মাঝে বাস করতে আসেন। সুসমাচারের রচয়িতা যখন বলেন, *বাণী হলেন মাংস,* তিনি তখন ঠিক এ সত্য ঘোষণা করতে চান।

তবে আজকের পর্বোৎসবের কারণ এরূপ: আমাদের উপর তাঁর আপন ঈশ্বরত্বকে বর্ষণ করার জন্য আমাদের মানবতা গ্রহণ ক’রে, দুঃখব্যাধি থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য আমাদের দুঃখব্যাধি গ্রহণ ক’রে, আমাদের অমর করার জন্য মৃত্যুবরণ ক’রে ঈশ্বর মানুষ হলেন। তাঁর স্বীয় স্বরূপের পরিবর্তন ঘটিয়েই তিনি আমাদের দুঃখব্যাধি আপন করলেন, এমন নয়; তিনি বরং ইচ্ছাকৃত ভাবেই তা গ্রহণ করলেন; আর তা সমুচিত ছিল, কেননা যাদের তিনি ত্রাণ করতে চাচ্ছিলেন, সেই তারা আমরাই তো ছিলাম।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনারা যেন আমার একথা মনে রেখে অন্যান্যকেও অবগত করে ধনবান করতে পারেন; এর প্রতিদানে আপনারা যেন স্বর্গরাজ্যকে উত্তরাধিকার রূপে পেতে পারেন। আমরা সকলেই যেন সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি সেই খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক লুক ২:১৫-১৬ দ্রঃ
℣ আহা, কী মহা রহস্য, কী আশ্চর্য ঘটনা—সৃষ্টজীব স্রষ্টাকে জাবপাত্রে শোয়ানো দেখতে পায়।
℟ ধন্যা সেই কুমারী, যিনি আপন গর্ভে খ্রীষ্ট প্রভুকে বরণ করতে যোগ্যা হয়ে উঠলেন।
℣ রাখালেরা সংবাদ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে ছুটে গেল; যাঁকে খুঁজছিল, তারা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে পাবার যোগ্য হয়ে উঠল।
℟ ধন্যা সেই কুমারী, যিনি আপন গর্ভে খ্রীষ্ট প্রভুকে বরণ করতে যোগ্যা হয়ে উঠলেন।

জন্মোৎসবের পরবর্তী রবিবার

পবিত্র পরিবার

পর্ব

প্রথম পাঠ - এফে ৫:২১–৬:৪

খ্রীষ্টীয় পরিবারে আদর্শ জীবনধারণ

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক’রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই,

বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।* এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। *তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর,* এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে: *যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও।* আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।

শ্লোক এফে ৬:১-২; লুক ২:৫১ দ্রঃ

℣ সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও;
℟ পিতামাতাকে সম্মান কর, কারণ তা ধর্মসম্মত।
℣ যীশু মারীয়া ও যোসেফের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; তিনি তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকতেন।
℟ পিতামাতাকে সম্মান কর, কারণ তা ধর্মসম্মত।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশ খ্রীষ্টের জন্মতিথি

ঈশ্বরের অপরূপ ত্রাণকর্ম

যে রহস্যের চিন্তায় আমার মন ধ্যানমগ্ন, তা আশ্চর্য ও অপরূপ! আমার কানে রাখালদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে: তারা বাঁশিতে কোন সুর বাজাচ্ছে না, বরং স্বর্গীয়ই একটি বন্দনা গান করছে। স্বর্গদূতেরা গান করছেন, মহাদূতেরা নৃত্যসঙ্গীত সহ আনন্দ করছেন, খেরুবদূতেরা প্রশংসাগান করছেন, সেরাফদূতেরা স্তুতিগান করছেন; এই মর্তলোকে ঈশ্বর ও স্বর্গলোকে আমাদের স্বরূপ, এ রহস্যের দর্শনেই তাঁরা সকলে পর্বোৎসব পালন করছেন। যিনি ঊর্ধ্বলোকে বিরাজমান, ঐশব্যবস্থা অনুসারে তিনি এখন ইহলোকে উপস্থিত; যারা ইহলোকের বাসিন্দা, ঐশপ্রেম গুণে তারা ঊর্ধ্বলোকেই উন্নীত।

আজ বেথলেহেম স্বর্গের মত: তারকারাজি বরণ না করে সেই বেথলেহেম ঈশ্বরের প্রশংসায় রত স্বর্গদূতদেরই অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সকলে আনন্দে মেতে ওঠে বিধায় আমিও মেতে উঠতে চাই, আমিও নাচতে চাই, আমিও সেই পর্বোৎসবে যোগ দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু নাচ করতে করতে আমি তো বীণা বাজাই না, বাঁশিও বাজাই না, মশালও জ্বালাই না। বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে আমি খ্রীষ্টের সেই কাঁথা বহন করি, কেননা সেগুলিই হল আমার আশা, আমার জীবন, আমার পরিত্রাণ; সেগুলিই হল আমার বাঁশি ও আমার বীণা। সেগুলি বহন করছি যাতে সেগুলি গুণে বাক্শক্তি অর্জন করে আমি স্বর্গদূতদের সঙ্গে বলতে পারি, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!* এবং রাখালদের সঙ্গে বলতে পারি, *ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!*

যিনি অনির্বচনীয় ভাবে পিতা থেকে জাত ছিলেন, তিনি আজ আমার খাতিরে কুমারীগর্ভে অপরূপ ভাবে জন্ম নেন। তাঁর স্বীয় স্বরূপ অনুসারে তিনি অনাদিকাল অবধি পিতা থেকে এমনভাবেই জন্ম নিয়েছিলেন যার কথা সেই জনক মাত্রই জানেন; তাঁর সেই ঐশস্বরূপের বাইরে তিনি আজ আবার এমনভাবেই জন্ম নেন যার কথা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের কাছেই মাত্র জানা। ঊর্ধ্বলোকে তাঁর জন্ম বাস্তব ছিল, ইহলোকে তাঁর জন্মও বাস্তব। তিনি ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর বলে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি মানবরূপে কুমারীগর্ভে সত্যিকারে জন্ম নেন। স্বর্গলোকে তিনি হলেন পিতার অদ্বিতীয় পুত্র, অনন্য ঈশ্বর থেকে অনন্য ঈশ্বর; মর্তলোকে তিনি হলেন কুমারী মারীয়ার অদ্বিতীয় পুত্র, তাঁরই গর্ভের অনন্য সন্তান যিনি অনন্য কুমারী।

আমি জানি, আজ একটি কুমারী এক পুত্রসন্তানের জননী হলেন; আমি একথাও বিশ্বাস করি, অনাদিকাল থেকে পিতা ঈশ্বর একটি পুত্রের জনক হলেন। কিন্তু এসব কিছু কীভাবে ঘটল, আমি তা নীরবেই শ্রদ্ধা করতে শিখেছি; এ শিক্ষাও পেয়েছি যে এ ব্যাপারে চঞ্চল বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রশ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বরের বেলায় আমাদের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের উপর নির্ভর করা উচিত নয়; যিনি প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল, তাঁর প্রভাবেই বিশ্বাস করা উচিত।

শ্লোক

℣ বল, রাখাল, তোমরা কাকে দেখেছ? বল, পৃথিবীতে কার্ হয়েছে আবির্ভাব?
℟ আমরা নবজাতকে দেখেছি, দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনা গান করছেন।
℣ রাখালেরা সেখানে ছুটে গিয়ে মারীয়া, যোসেফ আর জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল।
℟ আমরা নবজাতকে দেখেছি, দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনা গান করছেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে পত্রে ধন্য রাবানুস মাউরুসের ব্যাখ্যা ৫ম অধ্যায়

মণ্ডলীর সঙ্গে খ্রীষ্টের মিলন

সেজন্য মানুষ পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জন একদেহ হয়ে উঠবে। একতার লক্ষ্যে পরামর্শ দিতে গিয়ে সাধু পল একটা উদাহরণ দেন। যেমন নরনারী প্রকৃতির দিক দিয়ে এক, তেমনি বিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী এক বলে গ্রহণযোগ্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম উৎসাহিত করার জন্য সাধু পল আদম-হবার কথা তুলে ধরেন। আদমের বুক থেকে একটা পাঁজর খুলে নেওয়া হয়েছিল আর সেই পাঁজর দিয়ে তাঁর জন্য একটি স্ত্রী

বানানো হয়েছিল; সেই স্ত্রীকে কিন্তু আবার আদমের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন স্বামীর সঙ্গে একদেহ হয়ে ওঠেন, কেননা যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে সে নিজেকেই ভালবাসে। সেইজন্যে আমরাও নিজেদের স্ত্রীকে ভালবাসব।

অপরদিকে, প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা অনুসারে বাক্যটি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে নির্দেশ করে: আদম হলেন খ্রীষ্টের ও হবা হলেন মণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি, কেননা *চরম আদম হয়ে উঠলেন জীবনদায়ী আত্মা।* যেমন সমগ্র মানবজাতি আদম ও তাঁর স্ত্রী থেকে উৎপন্ন, তেমনি সমগ্র বিশ্বাসীরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে জন্ম নিল। এইভাবে মণ্ডলীর একমাত্র দেহ হয়ে ওঠার পর তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় খ্রীষ্টের পাশে, তাতে যেন তারা সেই পাঁজরের স্থান পূর্ণ করে ও তাঁর কনের সঙ্গে একদেহ হয়ে ওঠে। সুসমাচারে স্বয়ং প্রভু প্রার্থনা করলেন, *হে পিতা, তুমি আর আমি যেমন এক, তারাও যেন আমাদের মধ্যে এক হতে পারে।*

সুতরাং এমনটি ঘটে যেন একমাত্র ব্যক্তি দু'জনকে নিয়েই গড়া, যথা মাথা ও দেহ, বর ও কনেকে নিয়েই গড়া। নবী ইসাইয়াও এ ব্যক্তির আশ্চর্য ও অপরূপ ঐক্যের কথা প্রশংসা করেছিলেন; তাঁর মুখ দিয়ে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, *তিনি আমাকে বরের মতই মুকুটভূষিত করলেন, কনের মতই রত্ন-অলঙ্কৃত করলেন।* তিনি নিজেকে 'বর' বলেন, আবার 'কনে'ও বলেন। কেন? এর কারণ, একদেহে দু'জনেই ছিলেন। যেহেতু মণ্ডলী খ্রীষ্টে কথা বলে আর খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে কথা বলেন, অর্থাৎ যেহেতু দেহটা মাথায় আর মাথা দেহে কথা বলে, সেজন্য সেই দু'জন একজনের হয়ে কথা বলবে না কেন?

সেজন্য মানুষ পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জন একদেহ হয়ে উঠবে। আদিমানুষ ও আদিনবী রূপে আদম খ্রীষ্ট আর মণ্ডলী সম্বন্ধেই এ ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, আর আসলে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু আপন পিতা সেই ঈশ্বরকে ও আপন জননী সেই স্বর্গীয় যেরুসালেমকে ছেড়ে এ পৃথিবীতে এলেন তাঁর আপন দেহ সেই মণ্ডলীরই খাতিরে যাকে তিনি নিজ পাশ থেকে গড়ে তুললেন। মণ্ডলীর খাতিরেই তিনি মাংস হলেন। আর যেহেতু সকল রহস্য এক নয়, বরং কয়েকটা অন্যান্যগুলির চেয়ে বড় হতে পারে, সেজন্য সাধু পল একথাও বলেন, *এ এক মহা রহস্য!*

শ্লোক ফিলি ২:৬-৭; যোহন ১:১৪
℟ খ্রীষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও
℣ ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে রিক্ত করলেন।
℟ বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।
℣ ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে রিক্ত করলেন।

২৬শে ডিসেম্বর, বিশেষ ব্যবস্থা
২৭শে ডিসেম্বর, বিশেষ ব্যবস্থা
২৮শে ডিসেম্বর, বিশেষ ব্যবস্থা

জন্মোৎসব-অষ্টাহের পঞ্চম দিন

২৯শে ডিসেম্বর

প্রথম পাঠ - পরম গীত ১:১-৮

খ্রীষ্টরাজের কনে মণ্ডলী তাঁর ভালবাসা বাসনা করে

পরম গীত, যা সলোমনের লেখা।
তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন;
তোমার প্রেম-লীলা যে আঙুররসের চেয়েও মধুর!
তোমার সুগন্ধি তেলের সুবাস উৎকৃষ্ট;
ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম;
এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসে।
তোমার পিছু পিছু আমাকে আকর্ষণ কর! এসো, ছুটে যাই!
রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়ে আনুন।
আমরা তোমাতে উল্লসিত ও আনন্দিত হব,
আঙুররসের চেয়েও তোমার প্রেমের গুণকীর্তন করব।
তোমাকে ভালবাসা সত্যি সমীচীন।
হে যেরুসালেমের কন্যারা,
আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, কিন্তু সুন্দরী,
—কেদারের তাঁবুর মত, সাল্মার চাঁদোয়ার মত।
আমি যে কৃষ্ণাঙ্গিনী, তা তোমরা লক্ষ করো না,
সূর্যই আমাকে কৃষ্ণবর্ণা করেছে।
আমার সহোদরেরা আমার উপর কুপিত হল,

আমাকে আঙুরখেতগুলোর রক্ষিকা করল ;
আমার আঙুরখেত, যেটা আমার নিজের, তা আমি রক্ষা করিনি।
আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল,
কোথায় তুমি পাল চরাবে?
মধ্যাহ্নে কোথায় পাল শুইয়ে রাখবে?
যেন তোমার সখাদের পালের পিছু পিছু
আমি মুখ-আবৃতা নারীর মত না হই।
নারীকুলে হে সুন্দরতমা! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরে চল,
রাখালদের তাঁবুগুলির কাছেই
তোমার ছোট্ট ছাগীদের চরাও।

শ্লোক পরম গীত ৪ :৭-৮ ; যেরে ৩১ :৩

প্ সখী আমার, তুমি সুন্দরতমা, তোমাতে কালিমা নেই।
উ কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো।
প্ চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
উ কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি উপদেশ ১

তোমার জন্য আনন্দ করব

সাধু পলের পরামর্শ অনুসারে তোমরা যারা পুরাতন মানুষকে ও তার সমস্ত কাজকর্ম ও বাসনা জীর্ণ বস্ত্রের মত ছেড়ে পুণ্যাচরণের মধ্য দিয়ে প্রভুর পোশাককে—দিব্য রূপান্তরের পর্বতচূড়ায় তাঁর দেখানো উজ্জ্বল পোশাকের মত পোশাককে পরিধান করেছ; এমনকি তোমরা যারা তাঁর পোশাক তথা ভালবাসারই মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু সেই স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টকে পরিধান করেছ এবং আবেগহীনতা-ক্ষেত্রে তাঁর অধিক সদৃশ হবার জন্য তাঁর সমরূপ হয়েছ, এ তোমরাই পরম গীতের মর্মকথা শোন। যাঁর ইচ্ছাই, সকলে যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যজ্ঞানে পৌঁছয়, এ গীতের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শিখিয়ে দেন পরিত্রাণ লাভের জন্য পুণ্যতম ও অধিক নিশ্চিত একটি পথ তথা প্রেমের পথ।

যে কুমারীরা সদ্গুণে পরিপক্ব হয়ে ও পুণ্যাচরণে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক বিবাহের মিলনকক্ষে প্রবেশ করেছে, তারা বরের সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেননা বর এমন, যিনি এ ভালবাসার প্রতি উদাসীন নন, তিনি বরং তাদের বাসনায় সাড়া দেন, যেইভাবে প্রজ্ঞার মুখ দিয়ে তিনি বলেন, *আমি তাদেরই ভালবাসি যারা আমাকে ভালবাসে।*

শাস্ত্রের কথামত এ সকল আত্মা প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণ ক'রে তেমন বরের ভালবাসা আকর্ষণ করে যিনি মৃত্যুর অধীন নন। একটি সুগন্ধের সুবাস তাদের ভালবাসা উদ্দীপ্ত করে, আর তারা সেই সুগন্ধের পিছনে ছুটে গিয়ে যা ত্যাগ করে তা ভুলেই যায়, তারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিকে নিয়তই ছুটতে থাকে: *তোমার সুগন্ধের সুবাসে আকর্ষিত হয়ে আমরা তোমার পিছনে ছুটে যাব।*

পরমসিদ্ধির উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে আত্মা আকাঙ্ক্ষার বস্তুর আকর্ষণে অধিক আকর্ষিত বিধায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দৌড়ের লক্ষ্যে পৌঁছয় এবং অন্তঃপুরে লুক্কায়িত যত ধনসম্পদের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়। সে এখন বলে, *রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে নিয়ে গেলেন।*

তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে নিজের ওষ্ঠে আনন্দকে ছুঁইতে পারবে আর যতখানি তার আকাঙ্ক্ষার গভীরতা, কমপক্ষে ততখানিই সৌন্দর্য সে তুলে আনতে পারবে: এজন্যই ব্যগ্রতার সঙ্গে সে যাচ্না করে, বাণীর চুম্বনের মতই সে যেন তার আলোকলাভের অনুগ্রহের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তা গ্রহণ ক'রে ও ধ্যানের মাধ্যমে সেই মর্মসত্যে গভীরতর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সে আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে, না! আধ্যাত্মিক উন্নতির যাত্রা ঐশআশীর্বাদের প্রবেশদ্বারে শেষ হয় না। যে পবিত্র আত্মার চুম্বনে, অর্থাৎ যাঁর উদ্বোধনী অনুগ্রহে সে ঈশ্বরের গভীরতাকে তলিয়ে দেখবার যোগ্যতা লাভ করেছিল, সেই পবিত্র আত্মার প্রথমফসল পাবার ফলে সে এখন সাধু পলের মত ঘোষণা করে, সেও স্বর্গধামের প্রবেশদ্বারে এমন কিছু দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে *যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কানও কখনও শোনেনি*, এমন কিছু যা কারও পক্ষে বলা উচিত নয়।

পরবর্তী কথা মণ্ডলীর মর্মসত্যে অনুপ্রবেশ করায়। বাস্তবিকই যাঁরা প্রথম অনুগ্রহে আলোকিত হয়েছিলেন ও প্রথম ঐশবাণীকে শুনেছিলেন, তার সেবাও করেছিলেন, তাঁরা তেমন ঐশ্বর্য নিজেদের মধ্যে আটকিয়ে রাখেননি, বরং পরবর্তী যুগের মানুষের কাছে সেই একই অনুগ্রহ সম্প্রদান করলেন। এজন্য যে কনে প্রথম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং বরের কক্ষে প্রবেশ করার ও তাঁর নিজের মুখ থেকে তাঁর কথা শুনবার অনুগ্রহ পেয়েছিল, সেই কনেকে কুমারীরা বলে, *আমরা তোমার জন্য আনন্দ করব, মেতে উঠব।*

শ্লোক পরম গীত ৫ :১৬ ; গা ২ :২০

প্র আমার প্রেমিকের মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত; তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
উ আহা, যেরুসালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।
প্র আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
উ আহা, যেরুসালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।

জন্মোৎসব-অষ্টাহের ষষ্ঠ দিন

৩০শে ডিসেম্বর

প্রথম পাঠ - পরম গীত ১:৯–২:৭

বর খ্রীষ্ট ও কনে মণ্ডলীর মধ্যে সংলাপ

হে আমার সখী, ফারাওর রথের এক অশ্বিনীর সঙ্গেই
আমি তোমার তুলনা করছি:
মাকড়ির মধ্যে তোমার মুখমণ্ডল,
রত্ন-ভূষণের মধ্যে তোমার গলদেশের, আহা কী শোভা!
আমরা তোমার জন্য সোনার মাকড়ি তৈরি করব,
তা রুপোর দানায় দানায় অলঙ্কৃত হবে।

রাজা যখন উদ্যানে আছেন,
আমার জটামাংসীর সুবাস তখন ছড়িয়ে পড়ে।
আমার প্রেমিক আমার কাছে গন্ধনির্যাসে ভরা ক্ষুদ্র এক থলির মত,
যা আমার বুকের উপরে শায়িত।
আমার প্রেমিক আমার কাছে মেঁদির পুষ্পগুচ্ছের মত
এন্-গেদির সমস্ত আঙুরখেতের মধ্যে।

আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার!
কেমন সুন্দরী তুমি!
তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ।

আহা, তুমি কেমন সুন্দর, প্রেমিক আমার!
আহা, কেমন মনোহর তুমি!
আমাদের পালঙ সবুজবর্ণ।
এরসগাছ আমাদের গৃহের কড়িকাঠ,
দেবদারুগাছ আমাদের ছাদের বরগা।
আমি শারোনের গোলাপফুল,
উপত্যকার লিলিফুল।

যেমন কাঁটাবনের মধ্যে লিলিফুল,
তেমনি যুবতীদের মধ্যে আমার প্রেমিকা।

যেমন বনের গাছের মধ্যে আপেলগাছ,
তেমনি যুবকদের মধ্যে আমার প্রেমিক;
তার প্রীতিকর ছায়ায় আমি বসি;
তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।
তিনি আমাকে আঙুররস-কক্ষে নিয়ে গেছেন,
আমার উপরে ভালবাসাই তার ধ্বজ।
তোমরা কিশমিশ দিয়ে আমাকে সুস্থির কর,
আপেল দিয়ে আমার প্রাণ জুড়াও,
আমি যে প্রেমপীড়িতা!
তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,

তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না,
যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

শ্লোক পরম গীত ২:৩; সাম ১৬:১১
℣ আমি আমার প্রেমিকের ছায়ায় বিশ্রাম করি;
℟ তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।
℣ তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ।
℟ তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে মাননীয় সাধু বীডের ব্যাখ্যা ২:৪

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মিলন

আহা, তুমি কতই না সুন্দরী, হে আমার প্রিয়তমা, কতই না সুন্দরী! তোমার চোখ দু'টো ঘুঘুরই মত! তোমার আদর্শ কাজকর্মে, ইহলোকে তোমার মিতাচারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ জীবনযাপনে, তোমার অন্তরের সততায়, তোমার একাগ্রতায়, এ সব কিছুতেই তোমার সৌন্দর্য নিহিত। যেহেতু তুমি সবকিছুকে নিত্যের আলোতেই দেখ, সেজন্য তুমি সদ্ব্যবহারে অধ্যবসায়ী হয়ে ঈশ্বরের গৌরবময় আগমনের প্রতীক্ষায় থাক।

তোমার হৃদয়ের চোখ দু'টো সরল ও পবিত্র, ছলনা ও প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বিধায় তোমার চোখ দু'টো ঘুঘুরই চোখের মত। আহা, তোমার চোখ সত্যি ধন্য, তেমন চোখই তো ঈশ্বরের উপর নিবদ্ধ থাকবে! আবার, তোমার মন অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষমতার অধিকারী বলে তোমার চোখ দু'টো ঘুঘুরই মত। যেহেতু পবিত্র আত্মা আমাদের প্রভুর উপর ঘুঘুর আকারে নেমে এসেছিলেন, সেজন্য আমরা যথার্থভাবে একথা সমর্থন করতে পারি যে ঘুঘু বলতে অধ্যাত্ম উপলব্ধি আর পবিত্রাত্মার দানগুলি বোঝায়। তাছাড়া খ্রীষ্টের প্রেমিকার চোখ দু'টো ঘুঘুরই চোখের মত কেননা প্রেমিকা খ্রীষ্টকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, এমন ভালবাসা যা গভীর ও সত্যকার। প্রেমিকাটি শিকারী পাখি নয়, তেমন পাখি বাহ্যিক জিনিসের জন্যই মাত্র আকর্ষিত; প্রেমিকার অন্তরে বরং কোন প্রাণীর বিরুদ্ধে চিন্তাটুকু মাত্রও স্থান পায় না।

প্রেমিকার কথা ভেবে আমরা মনে করি, সে এমন এক ঘুঘুর সরল ভাবের অধিকারিণী যা সবকিছুকে ন্যায়নিষ্ঠ, সরল ও বিনম্র অন্তরেই গ্রহণ করে। কাজকর্মের সৌন্দর্য ও পুণ্য অন্তর থেকে উদ্গত ভাবের সৌন্দর্য—যখন প্রেমিকা শোনে, প্রভু তার এ সৌন্দর্য দু'টোর প্রশংসা করেন, তখন সে অবিলম্বে উত্তরে বলে, *আর তুমি, হে আমার প্রিয়তম, তুমি কতই না সুন্দর, সত্যি কতই না অপরূপ!*

অর্থাৎ কিনা প্রেমিকা যেন বলে, আমার সরলতা ও অধ্যাত্ম গুণাবলির জন্য আমার কিছুটা সৌন্দর্য থাকতেও পারে, এসব কিছু কিন্তু আমি তোমার উদার দানশীলতা থেকেই পেয়েছি; তুমিই তো আমাকে পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করেছ; আমি ভাল যা কিছু করি না কেন, এ ক্ষমতা তুমিই তো আমাকে দিয়েছ।

কিন্তু তুমি ঈশ্বর, তুমি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান, পিতার সনাতন পুত্র বলে তুমি তুলনার অতীত সুন্দর ও সত্যি অপরূপ। যখন আমার মুক্তির দিন এসে উপস্থিত হল, তখন তোমার কুমারী জননী পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হয়ে তোমাকে জন্ম দিলেন; তিনি অমলোদ্ভবা শুধু নন, প্রসাদ ও সত্যেও পরিপূর্ণা ছিলেন। তুমি এ জগতে এলে, তোমারই এ জগতে জীবনযাপন করলে। যারা তোমার অনুগ্রহের অংশী হতে ভালবাসে, সদ্‌গুণাবলির অলঙ্কারে তাদের অলঙ্কৃত ক'রে তুমি তোমার নিজের সৌন্দর্যের অংশী করে তুলেছ। তুমি সুন্দর, সত্যি অপরূপ, অর্থাৎ তুমি তোমার সনাতন ঈশ্বরত্বেও চমৎকার ও ধারণ-করা তোমার মানবস্বরূপের মর্যাদায়ও চমৎকার।

শ্লোক পরম গীত ৫:১৬; গা ২:২০
℣ আমার প্রেমিকের মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত; তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
℟ আহা, যেরুসালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।
℣ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
℟ আহা, যেরুসালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।

জন্মোৎসব-অষ্টাহের সপ্তম দিন

৩১শে ডিসেম্বর

প্রথম পাঠ - পরম গীত ২:৮–৩:৫

বরের কণ্ঠস্বর শুনে কনে তাঁর অন্বেষণ করে

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,

জানালার মধ্য দিয়ে উকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন ;
আমাকে বলছেন :
‘ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী ! কাছে চলে এসো !
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী ! কাছে চলে এসো !
হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর !
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।’
তোমরা আমাদের জন্য সেই শিয়ালদের,
ক্ষুদ্র সেই শিয়ালদের ধর,
যেগুলো যত আঙুরখেত নষ্ট করে ;
কারণ আমাদের সমস্ত আঙুরখেত মুকুলিত হয়েছে।

আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই :
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।
দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগেই
ফিরে এসো, প্রেমিক আমার,
তুমি যে মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত
সেই বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণীর উপর !

রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায়,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম ;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
এবার উঠে আমি নগরীর চারদিকে ঘুরব,
গলিতে গলিতে, চত্বরে চত্বরে ঘুরব,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করব ;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল ;
‘আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তোমরা কি দেখেছ তাঁকে ?’
আমি তাদের পেরিয়ে যাচ্ছি,
এমন সময় তাঁকেই পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে,
তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়বই না
যতক্ষণ না তাঁকে আমার মাতার ঘরে না আনি,
আমার জননীর কক্ষে না আনি।

হে যেরুসালেমের কন্যারা !
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি :
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,

তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না,
যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

শ্লোক পরম গীত ২:১০,১৪; সাম ৪৫:১১,১২
প্র ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
উ তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর, তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।
প্র শোন, কন্যা, কান পেতে শোন; রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন,
উ তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর, তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি উপদেশ ৫

ঈশ্বর মাংসে আত্মপ্রকাশ করলেন

ওই দেখ, পর্বতের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন; এ বাক্যে কিসের আভাস দেওয়া হচ্ছে? বোধ হয় বাক্যটি সুসমাচারে প্রকাশিত সেই সত্যেরই একটি আভাস দিচ্ছে, অর্থাৎ ঐশবাণীর আত্মপ্রকাশের সেই দিব্য পরিকল্পনারই একটি আভাস দিচ্ছে, যা অতীতকালেও নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল ও প্রভুর দেহগত আবির্ভাবে পূর্ণতা লাভ করল। *ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, জানালার মধ্য দিয়ে উকি মারছেন, জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।* বাণী পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপেই মানবজাতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করেন। প্রথমে তিনি নবীদের ও বিধানেরই নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোকিত করেন, কেননা আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে নবীরা হলেন সেই জানালার প্রতীক যার মধ্য দিয়ে আলো আসতে পারে ও জাফরি হল বিধানের আজ্ঞার কারুকার্যের প্রতীক। উভয়ের মধ্য দিয়েই সত্যকার আলোর প্রভা প্রবেশ করে। এরপর আসে পরিপূর্ণ আলোক-বিকিরণ; তা তখনই ঘটে যখন আমাদের স্বরূপের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকার আলো তাদেরই উপর উদ্ভাসিত হয় যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে। নবী ও বিধান-পুস্তকে যত ধারণা রয়েছে, সেই ধারণার আলো প্রথমে মানবাত্মার উপর উদ্ভাসিত হয় সেই জানালা ও জাফরির মধ্য দিয়ে যেগুলোকে আমাদের মন আপন করতে পেরেছে; তাতে আত্মা সূর্যকে সরাসরি দেখবার আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়। এরপরেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে।

ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী, আমার ঘুঘু; কাছে চলে এসো! এ স্বল্প কথায় বাণী আমাদের কতই না বিরাট শিক্ষা দেন! আমরা দেখেছি, তিনি কনেকে সদ্‌গুণের উর্ধ্বমুখী পথ ধরে যেন সিঁড়ির ধাপের পর ধাপে উর্ধ্বের দিকে চালিত করছেন। তিনি প্রথমে নবীদের প্রতীক সেই জানালা ও বিধানের নিয়ম-কানুনের প্রতীক সেই জাফরির মধ্য দিয়ে আত্মার কাছে আলোর একটি কিরণ প্রেরণ করেন; এইভাবে তিনি তাকে আহ্বান করেন সে যেন আলোর কাছে এগিয়ে আসে এবং এর ফলে সে যেন সেই আলোতে ঘুঘুর আকার ধারণ ক'রে সুন্দরী হয়ে ওঠে। এরপর, আত্মা যে দিব্য সৌন্দর্যের এখনও অংশী হয়নি, সেই দিব্য সৌন্দর্যকে যথাশক্তি গ্রহণ করবে, আর তখন তিনি পুনরায় শুরু থেকে সেই পরম সৌন্দর্যের দিকে তাকে আকর্ষণ করেন, যে সৌন্দর্যে আত্মার অংশ নেবার কথা। ফলে আত্মা নিত্যই প্রকাশিত সত্যের দিকে যত অগ্রসর হয়, তার সেই আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ে। আর শুধু তাই নয়: ঈশ্বরের সর্বাতীত অনুগ্রহে আত্মা যে আশিসধারা অবিরত গ্রহণ করছে, সেই আশিসধারার মহত্ত্বের গুণে আত্মা মনে করে সে যেন প্রথমবারেরই মত যাত্রা করছে।

অতএব আত্মা উঠলে পর বাণী আবার বলেন 'ওঠ,' আর আত্মা এলে পর তিনি বলেন 'চলে এসো।' যে কেউ এভাবেই উঠেছে, আরও ওঠবার জন্য তার সুযোগের অভাব থাকবে না, এবং যে কেউ প্রভুর দিকে ছুটে চলছে, সে দিব্য দৌড়ের শেষ গন্তব্যস্থানে কখনও পৌঁছে না। আমাদের অবিরতই ওঠা দরকার, এবং যারা দৌড় দিতে দিতে গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তাদের থামা উচিত নয়। 'ওঠ,' 'চলে এসো,' বাণী যতবার একথা বলেন, ততবার বাণী অধিক উর্ধ্বতর উচ্চতার দিকে ওঠবার শক্তিও দান করেন।

শ্লোক সাম ৩৬:১০; ১ করি ১৩:১২
প্র তোমাতেই জীবনের উৎস;
উ তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।
প্র এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।
উ তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

১লা জানুয়ারী
জন্মোৎসব-অষ্টাহের অষ্টম দিন

ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়া

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - হিব্রু ২:৯-১৭

খ্রীষ্ট সব দিক দিয়ে ভাইদের মত হতে চেয়েছেন

ভ্রাতৃগণ, *যাঁকে অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে,* আমরা দেখছি যে, সেই যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন *গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত,* যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যই মৃত্যুকে আস্বাদ করেন।

যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন। কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; তিনি বলেন:

আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।

আরও:

আমি তাঁর উপরে ভরসা রাখব;

আরও:

এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন।

যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, *আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন।* এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন।

শ্লোক লুক ১:২৮
প্র কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে।
উ যিনি তোমাকে গড়লেন, তুমি তাঁকে জন্ম দিলে। তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল।
প্র আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
উ যিনি তোমাকে গড়লেন, তুমি তাঁকে জন্ম দিলে। তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি — পত্র ১৪০:৬,১১

ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন

যখন সময় পূর্ণ হল, প্রাক্তন সন্ধিতে নিহিত অনুগ্রহ যেন নবসন্ধিতে পূর্ণপ্রকাশ পায়, তখন *ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন।* ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করলেন ও যাঁকে নারীজাত রূপে চাইলেন, তুমি যেন সেই পুত্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে পার, এবং যিনি মানবপরিত্রাণের জন্য এতখানি হীনাবস্থায় নিজেকে নমিত করলেন সেই ঈশ্বরের মহত্ত্ব তুমি যেন পূর্ণমাত্রায় বুঝতে পার, সেজন্য তুমি এখন সুসমাচারের কথায় মনোযোগ দাও: *আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী; বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।* সুতরাং এই ঈশ্বর, ঈশ্বরের এই বাণী যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন সেই ঈশ্বরের পুত্র যিনি অপরিবর্তনশীল, সর্বত্র বিরাজমান, এক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অখণ্ড, সর্বত্র উপস্থিত, ধর্মহীনদের মনেও উপস্থিত যদিও তারা তাঁকে দেখতে পায় না—ঠিক যেইভাবে অন্ধ মানুষ দিনের আলো অনুভব না করতে পারলেও তবু সেই আলো সবই উদ্ভাসিত করে। ফলে তিনি সেই অন্ধকারের মধ্যেও জাজ্বল্যমান, যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *একসময় তোমরা অন্ধকার ছিলে, এখন কিন্তু প্রভুতে তোমরা আলো।* তাই ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীন হয়েই জন্ম নিলেন। তিনি বিধানপালন মেনে নিলেন *যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীন যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন;* অর্থাৎ তিনি তাদেরই মুক্তি দিলেন বিধান যাদের পাপের ক্রীতদাস-অবস্থায় বেঁধে রাখত: বস্তুতপক্ষে অক্ষরকে জীবনদান করার জন্য আত্মা না আসা পর্যন্ত আদেশ পালন না করলে অক্ষর মানুষকে হত্যাই করত, কেননা বিধান পূর্ণতা লাভ করে শুধু সেই ঐশভালবাসায় যা *আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।*

যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীন যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন; একথার পরে প্রেরিতদূত বলে চলেন, *যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।* এতে নির্ণয় করা হয় মানুষকে দেওয়া অনুগ্রহ ও সেই প্রেরিত পুত্রেরই স্বরূপের মধ্যকার পার্থক্য, যিনি দত্তকপুত্রত্বের ভিত্তিতে নয়, সনাতন প্রজননেরই ভিত্তিতে পুত্র, যিনি মানবসন্তানদের স্বরূপের অংশী হলেন যাতে তাদের দত্তকপুত্র ক'রে তাঁর আপন স্বরূপেরই অংশীদার করে তুলতে পারেন। এজন্য যখন সাধু যোহন বলেন, *তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার,* তিনি তখন, পাঠক যেন দৈহিক জন্মের কথা না ধরে, বলে চলেন, *তারা তাঁর নামে বিশ্বাসী,* তারা আত্মিক অনুগ্রহেই *রক্তগত জন্মে নয়, দেহের বাসনা থেকে নয়, পুরুষের কামনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই তারা সঞ্জাত;* আর এভাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এ রহস্যময় পরস্পর-পরিপূরকতা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন; আর আমরা তেমন উপকারিতার সামনে বিস্মিত হয়ে তা পাবার আশা যেন না হারাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন,

বাণী হলেন মাংস, আর আমাদের মধ্যে বাস করলেন। তিনি ঠিক যেন বলেন, হে মানুষ, ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার-লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ো না, কেননা ঈশ্বরের পুত্র নিজেই, সেই ঐশবাণীই *হলেন মাংস আর আমাদের মধ্যে বাস করলেন।* তোমরাও তাই কর, আত্মা হয়ে উঠে তোমরা তাঁরই মধ্যে বাস কর যিনি মাংস হলেন ও আমাদের মধ্যে বাস করলেন। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মাংসের অংশী হয়ে মানবপুত্র হলেন, ফলে ঐশবাণীতে অংশগ্রহণ গুণে মানবপুত্র আমরাও ঈশ্বরপুত্র হয়ে উঠব—এবিষয়ে নিরাশ হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

শ্লোক সাম ১৯:৬; এজে ৪৪:২-৩ দ্রঃ
প্র প্রকৃত ঈশ্বর সেই পিতাসঞ্জাত বাণী স্বর্গ থেকে কুমারীর গর্ভে নেমে এলেন, তিনি যেন প্রাচীন আদমের একই মাংসে পরিবৃত হয়ে আমাদের কাছে দৃশ্যমান হতে পারেন:
উ রুদ্ধ দরজা সেই কুমারীগর্ভ থেকে তিনি মানবেশ্বর, আলো ও জীবন ও বিশ্বস্রষ্টা রূপে বেরিয়ে এলেন।
প্র বরের মত প্রভু বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন।
উ রুদ্ধ দরজা সেই কুমারীগর্ভ থেকে তিনি মানবেশ্বর, আলো ও জীবন ও বিশ্বস্রষ্টা রূপে বেরিয়ে এলেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - গাবালার সেভেরিয়ানুসের উপদেশ খ্রীষ্টের মাংসধারণ

খ্রীষ্টবিশ্বাস প্রেরিতদূতদের শিক্ষার উপরেই স্থাপিত

খ্রীষ্টের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা একটি রহস্য বলে গ্রহণযোগ্য। একটি রহস্য কিন্তু কোন কথায় ব্যক্ত হতে পারে না, বরং তার নিজের বাস্তবতা দ্বারাই রহস্যটি ঘোষিত। খ্রীষ্টকে যা নির্দেশ করে, শাস্ত্র তা-ই রহস্য বলে। উদাহরণ যোগে সাধু পল বলেন, *এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম,* আবার তিনি বলেন, *এ সন্দেহের অতীত যে, আমাদের বিশ্বাসের রহস্য অতি মহান: তিনি মাংসেই আবির্ভূত হলেন।*

তোমরা যদি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কিছু জানতে বা শিখতে চাও, তাহলে তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে বা কোন পন্ডিতকে যাচাই না করে বরং একটি নবীর কাছেই প্রশ্ন রাখ, একটি প্রেরিতদূতের কাছেই জিজ্ঞাসা কর, একটি স্বর্গদূতের কাছে পরামর্শ চেয়ে নাও; আর তাঁরাও উত্তর দিতে না পারলে তবে পিতাকেই অবলম্বন কর। নবীদের কাছে এ প্রশ্ন রাখলে, 'খ্রীষ্ট কে?', নবীরা সমস্বরে উত্তরে বলবেন, *তিনি আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না; তিনি সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে, তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। অবশেষে তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।* হয় তো তোমরা অনুসন্ধানটা আরও পরিব্যাপ্ত করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ খ্রীষ্ট প্রকৃতপক্ষে কে? কীভাবে তাঁর জন্ম হল?' তোমরা ঐশশিশু সম্বন্ধে অনুচিত কৌতূহল দেখালে, নবীরা তোমাদের স্পর্ধা ছেটে ফেলে প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন রাখবেন, আমাদের বুদ্ধি যা ধারণ করতে পারল না, তোমরাই কি তা ধারণ করতে পারবে? তোমরা যদি শিখতে ইচ্ছা কর, তাহলে একথাই শেখ: তিনি ঈশ্বর। তোমরা তাঁর জন্মের কথা তলিয়ে দেখতে চাও, অথচ তোমাদের পক্ষে আমাদের এ বাণী শেখা প্রয়োজন, *কেইবা তাঁর উদ্ভবের কথা বর্ণনা করতে পারে?*

একটি প্রেরিতদূতকে, এমনকি প্রেরিতদূতবর্গকেও জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা উত্তর দেবেন, খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি আদিতেই ঈশ্বর ছিলেন, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর, তিনি সনাতন ঈশ্বর। আর তাঁরা বলে চলবেন, *তিনি পিতার গৌরবের প্রভা, তাঁর অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব, অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি; তিনি তাঁর আপন শক্তিশালী বাণীতে সারা জগৎকে ধারণ করে রাখেন।* আরও জানতে চাইলে, হয় তো তোমরা বলবে, 'এসব ঠিক আছে; কিন্তু তিনি যে কীভাবে জন্ম নিলেন, একথা না জেনে আপনারা কী করেই বা জানতে পারেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র?' তবে তাঁরা উত্তরে বলবেন, *বাণী হলেন মাংস, আমাদের মাঝে বাস করলেন। আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।*

ধর, প্রেরিতদূত ও নবীদের কথা পরিত্যাগ করে তোমরা স্বর্গদূতদেরই কাছে গিয়ে এ প্রশ্ন রাখ, 'কেইবা সেই খ্রীষ্ট যাঁর কথা প্রচার করা হয়?' তখন যাঁরা রাখালদের কাছে শুভসংবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরা বলবেন, 'আমরা তো অযথা প্রশ্ন রাখতে নয়, তাঁর গৌরবগান করতে শিখেছি, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব! ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!* আর আমাদের ঘোষণা এরূপ, *আমি মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জাতির জন্য, কেননা আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।* আর তিনি যে সেই খ্রীষ্ট ও সেই ত্রাণকর্তা, এবিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।' তোমরা যদি এ প্রশ্নও রাখ, 'আমাদের বল, তাঁর কী স্বরূপ, কীভাবে তিনি জন্ম নিলেন, কীভাবেই বা তিনি ও পিতা একমাত্র অখন্ড শক্তি?' তাহলে তাঁরা উত্তর দেবেন, 'তোমরা কি নবীর এ বাণী শোননি, *প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেকে, তাঁর প্রশংসা কর ঊর্ধ্বলোকে, তাঁর প্রশংসা কর তাঁর সকল দূত, তাঁর প্রশংসা কর তাঁর সকল বাহিনী; তাঁর সেবাকর্মী যারা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা, তোমরা বল ধন্য প্রভু।* আমাদের এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর স্বরূপকে অযথা অনুসন্ধান না করে আমরা বরং যেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করি।'

শ্লোক ১ যোহন ১:২; ৫:২০
প্র জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।
প্র আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আমরা সেই সত্যময়ে আছি; তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই সেই অনন্ত জীবন,
উ যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

জন্মোৎসবের পরবর্তী

২য় রবিবার

প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব ৬ই জানুয়ারীতে পালিত হলে, তবে এ রবিবার ২ ও ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ দিনের তারিখ অনুসারে।

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

২রা জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - পরম গীত ৪:১–৫:১

বর খ্রীষ্ট আপন কনে মণ্ডলীর ভালবাসা বাসনা করেন

আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার!
কেমন সুন্দরী তুমি!
পরদার পিছনে
তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ;
তোমার চুল ছাগপালের মত
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
তোমার দাঁত লোমকাটা এমন মেষপালের মত
যা স্নান করে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
একটাও সঙ্গীহীন নয়।
তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরলাল ফিতা স্বরূপ,
তোমার কথন মনোহর,
তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত,
তোমার গলদেশ দাউদের সেই দুর্গের মত
যা নৈপুণ্যের সঙ্গে নির্মিত;
তার মধ্যে হাজার ঢাল টাঙানো,
—সবগুলো বীরপুরুষেরই ঢাল।
তোমার কুচযুগল দু'টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত
যা লিলিফুলের মধ্যে চরে বেড়ায়।
দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগে
আমি গন্ধনির্যাসের পর্বতে যাব,
ধূপধুনোর উপপর্বতে যাব।
সখী আমার, তুমি সুন্দরতমা,
তোমাতে কালিমা নেই।
কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
আমারই সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
নেমে এসো আমানার পর্বতচূড়া থেকে,
সেনির ও হার্মোনের পর্বতচূড়া থেকে,
সিংহদের বাসস্থান থেকে,
চিতাবাঘের পাহাড়পর্বত থেকে।
তুমি আমার মন হরণ করেছ,
বোন আমার, কনে আমার!
তুমি আমার মন হরণ করেছ
তোমার এক চাহনিতে,
তোমার মালার একটা রত্নায়।
তোমার প্রেম কেমন মনোরম,
বোন আমার, কনে আমার!

তোমার প্রেম-লীলা আঙুররসের চেয়েও কতই না তৃপ্তিকর!
তোমার তেলের সুবাস
সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও কতই না উৎকৃষ্ট!
কনে! তোমার ওষ্ঠ বেয়ে
ফোঁটা ফোঁটা বন্যমধু ঝরে পড়ে,
তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ;
তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত।
বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ উদ্যান,
তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত নির্ঝর।
তোমার চারাগুলি একটা ডালিম-বাগান:
তার মধ্যে রয়েছে সুস্বাদু যত ফল,
জটামাংসীর সঙ্গে মেঁদি,
জটামাংসী ও কুঙ্কুম,
বচ, দারুচিনি ও সবরকম সুগন্ধি ধুনোগাছ,
গন্ধনির্যাস, অগুরু ও শ্রেষ্ঠ যত সুগন্ধির গাছ।

তুমি যত উদ্যানের জল-সিঞ্চনকারী উৎস,
তুমি জীবন্ত জলের কূপ,
লেবানন থেকে উৎসারিত স্রোতোমালা।
হে উত্তরে বাতাস, জাগ;
হে দক্ষিণা বাতাস, তুমিও এসো!
আমার উদ্যানে বও,
উদ্যানের নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক।
আমার প্রেমিক নিজের উদ্যানে আসুন,
তার সেরা ফল ভোগ করুন।

বোন আমার, কনে আমার,
আমি আমার উদ্যানে এসেছি!
আমার গন্ধনির্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করছি,
চাকসমেত আমার মধু চুষে খাচ্ছি,
আমার আঙুররস ও দুধ পান করছি।

হে আমার সখাসকল! খাও, পান কর;
তৃপ্তির সঙ্গে পান কর, হে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকল!

শ্লোক সাম ৪৫:১১-১২; ইসা ৬২:৪-৫

প্ শোন, কন্যা, কান পেতে শোন: তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও:
উ তবেই রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন।
প্ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন, তোমার পরমেশ্বর তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
উ তবেই রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি — উপদেশ ১৫:৪-৬

যীশুই প্রাণের মাধুর্য

'পরম গীত' পুস্তক জুড়ে তোমরা বাণী-ঈশ্বরের পূর্বাভাস পাবে। একথা থেকে আমি অনুমান করি, এ বাক্যেও বাণীর কথা নিহিত, *খ্রীষ্ট প্রভু আমাদের জীবনদায়ী আত্মা; তাঁর ছায়ায় আমরা জাতিগুলির মাঝে বাস করব।* আমরা এখনও মুখোমুখি হয়ে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, এখন তো যেন দর্পণে, অস্পষ্ট ভাবেই দেখছি। তথাপি যতদিন আমরা এ জগতের জাতিগুলির মাঝে বাস করি, ততদিন মাত্র একথা সত্য। আমরা যখন স্বর্গদূতদের সঙ্গে থাকব, তখন সবকিছু অন্যরকম হয়ে যাবে: তাঁরা যে আনন্দ এখন ভোগ করছেন, আমরাও একই আনন্দ ভোগ করব। তখন আমরা অস্পষ্ট ভাবে নয়, তাঁর প্রকৃত দিব্য স্বরূপ অনুসারেই তাঁকে দেখতে পাব।

আমরা তো জানি, প্রাচীনকালে বাস্তবতা ছায়ায় ও দৃষ্টান্তে আবৃত ছিল; এখন কিন্তু মাংসগত ভাবে উপস্থিত খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আসল বাস্তবতা আমাদের উপর উদ্ভাসিত। একই প্রকারে আমরা বর্তমানে ভাবী জগতের বাস্তবতার ছায়ায় জীবনযাপন করছি। কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবে না, যদি না সে প্রেরিতদূতের এ বাণীও অস্বীকার করে, *আমাদের জ্ঞান, আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা আংশিক;* তিনি এবিষয়ে আবার বলেন, *আমি যা বাসনা করি, আমি তো মনে করি না যে তা সম্পূর্ণরূপেই পেয়েছি।* স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যারা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলে ও যারা দিব্য দর্শনের অধিকারী, তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; একদিকে ধার্মিক বিশ্বাসগুণেই জীবনযাপন করে, অপরদিকে স্বর্গীয় প্রাণীরা

ঐশদর্শনেই আনন্দ উপভোগ করেন। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, ইহলোকে ধার্মিক খ্রীষ্টের ছায়ায় জীবনযাপন করে, কিন্তু স্বর্গদূতবাহিনী তাঁর শ্রীমুখের গৌরবের প্রভায় প্লাবিত।

ধন্য বিশ্বাসের ছায়া! এ ছায়া জ্যোতিকে আমাদের ক্ষীণ চোখে সহনীয় ক'রে একইসঙ্গে জ্যোতিকে সম্পূর্ণরূপে দেখবার জন্য চোখকে প্রস্তুত করে। শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন; এতে বোঝা যায়, বিশ্বাস জ্যোতিকে নিবায় না, বরং রক্ষাই করে। স্বর্গদূতেরা যা দেখেন, সেইসব কিছু বিশ্বাসের অন্ধকার দ্বারা আমার জন্য গচ্ছিত রাখা আছে; সেইসব কিছু বিশ্বাসীর অন্তরে সঞ্চিত হয়, সময় পূর্ণ হলে তা যেন পূর্ণ প্রকাশ পায়। প্রভুর জননীও বিশ্বাসের অন্ধকারে জীবনযাপন করলেন; তাঁকে কি একথা বলা হয়নি যে, *তুমি সুখী; কেননা তুমি বিশ্বাস করেছ;* ও *পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে।* যখন তিনি দূতের এবাণী শুনলেন, তখন খ্রীষ্টের দেহই তাঁর উপরে নিজের ছায়া বিস্তার করল। এ সাধারণ একটা ছায়া হতে পারত না, কেননা পরাৎপরেরই পরাক্রম থেকে সেই ছায়া আসছিল। এমনকি, কুমারীর উপরে ছায়া বিস্তার করার সময়ে খ্রীষ্টের মাংসে অবশ্যই পরাক্রম ছিল। যীশুর জীবনদায়ী দেহের রক্ষী ছায়ায় কুমারী মারীয়া ঐশগৌরবের উপস্থিতি সহ্য করতে আর অগম্য জ্যোতিকে বরণ করতে সক্ষম হয়ে উঠলেন—এসব কিছু সহ্য করা সাধারণ নারীর পক্ষে সম্ভব হত না। নিঃসন্দেহে এ তো সেই পরাক্রম যা শত্রুদের যত সেনাদল পরাজিত করল; তা ছিল একাধারে এমন পরাক্রম ও ছায়া, যা প্রেরণা ও বিশ্রাম, অপদূতদের বিতাড়ক ও মানুষের রক্ষী।

অতএব আমরা যারা বিশ্বাসগুণে চলাচল করি, আমরা তো খ্রীষ্টের ছায়ায় জীবনযাপন করি ও আমাদের জীবন তাঁর দেহ দ্বারাই পরিপুষ্ট; কেননা খ্রীষ্টের মাংস প্রকৃত খাদ্য। অবশ্য এ কারণেই পরম গীত বরকে রাখালের মত অঙ্কন করে এবং কনে তাঁর সঙ্গে একটা রাখালেরই সঙ্গে যেন কথা বলে, *আমাকে বল, কোথায় তুমি পালকে চরাও, কোথায় তুমি দিনের তাপে বিশ্রাম পাবার জন্য পালকে নিয়ে যাও।* খ্রীষ্ট হলেন সেই উত্তম রাখাল যিনি মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি জীবন ও মাংস পালের জন্য বিসর্জন দেন: তাদের মুক্তি দেবার জন্য জীবন, তাদের পরিপুষ্ট করার জন্য মাংস। এ কী আশ্চর্য কথা! খ্রীষ্ট নিজেই রাখাল, চারণভূমি ও মুক্তিমূল্য!

শ্লোক ইসা ৪০:১০-১১; যোহন ১০:১১
℣ দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন, পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল।
℟ তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন; কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।
℣ আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম পালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।
℟ তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন; কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

৩রা জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - পরম গীত ৫:২–৬:১

কনে বরের অন্বেষণ করে ও তাঁর প্রশংসা করে

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে উঠল;
একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে;

'দরজা খুলে দাও, বোন আমার,
সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার;
কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে,
আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।'

'আমি তো আমার পোশাক খুলে ফেলেছি,
কেমন করে তা আবার পরে নেব?
আমি তো পা ধুয়ে নিয়েছি,
কেমন করে তা আবার মলিন করব?'
আমার প্রেমিক দরজার ছিদ্র দিয়ে হাত বাড়ালেন,
এতে আমার অন্তর শিহরে উঠল।
আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিতে উঠলাম;
আমার হাত বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল,
আমার আঙুল বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল
অর্গলের হাতলের উপর।
আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিলাম,
কিন্তু আমার প্রেমিক চলে গেছিলেন, আর ছিলেন না!
তাঁর অনুসরণে বেরিয়ে পড়ল আমার প্রাণ;

আমি তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না;
আমি তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।
প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল,
তারা আমাকে আঘাত করল, ক্ষতবিক্ষত করল,
নগরপ্রাচীরের প্রহরী দল আমার আলোয়ান কেড়ে নিল।
হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি:
যদি আমার প্রেমিকের দেখা পাও,
তাঁকে তোমরা কী বলবে?
বলবে যে, আমি প্রেমপীড়িতা।

অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে,
নারীকুলে হে সুন্দরতমা?
অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে যে,
তুমি আমাদের তেমন দিব্যি দিয়ে শপথ করাচ্ছ?

আমার প্রেমিক গৌরাঙ্গ ও রক্তবর্ণ;
দশ সহস্রজনের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট:
তাঁর মাথা সোনা, খাঁটিই সোনা,
তাঁর কোঁকড়া চুল খেজুরগুচ্ছ স্বরূপ,
দাঁড়কাকের মত কালো,
তাঁর চোখ দু'টো
জলস্রোতের মধ্যে কপোতের মত,
যা দুধে স্নাত,
জলের ফোয়ারার কিনারায় আসীন।
তাঁর গাল উদ্ভিদ-বাগিচার মত,
যা সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়;
তাঁর ওষ্ঠ লিলিফুলের মত,
যা বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ে।
তাঁর হাত তার্সিসের মণিমুক্তায় খচিত সোনার আঙটি স্বরূপ,
তাঁর বুক নীলকান্তমণিতে খচিত গজদন্তময় কারুকাজের মত,
তাঁর উরুত দু'টো খাঁটি সোনার ভিত্তিতে
বসানো স্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভ দু'টো স্বরূপ,
তিনি লেবাননের মত দেখতে,
এরসগাছের মত উৎকৃষ্ট।
তাঁর মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত;
তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
আহা, যেরুসালেমের কন্যারা,
তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা!

নারীকুলে হে সুন্দরতমা,
তোমার প্রেমিক কোথায় গিয়েছেন?
তোমার প্রেমিক কোন্ দিকের পথ ধরেছেন?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁর অন্বেষণ করব।

শ্লোক পরম গীত ৫:২; প্রত্যা ৩:২০
℣ একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে;
℟ দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার।
℣ দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।
℟ দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে হইলাণ্ডের গিলবার্টের উপদেশাবলি উপদেশ ৪২:১-৪

মুক্তির ইতিহাস খ্রীস্টে সিদ্ধি লাভ করেছে

প্রভাবের দিক দিয়ে প্রেম অত্যন্ত শক্তিশালী; অধিক কড়া আঙুররসের মত প্রেমও ইন্দ্রিয়গুলি হতবুদ্ধি করে ফেলে। ঐশপ্রেম যে কীভাবে আত্মাকে উত্তেজিত আর হতভম্ব করে, তা বুঝবার জন্য সলোমনের গীতের বর্ণনাকে শোনাই যথেষ্ট। সেই গীতে কনে বলে, *আমি শুয়ে ঘুমিয়ে আছি।* আমরা কল্পনা করতে পারি কনে বরকে বলে, তোমার প্রেম থেকে পূর্ণমাত্রায় পান করতে তুমি আমাকে আহ্বান করছ; যে অনুগ্রহ তুমি আমাকে দান করছ, এতে আমি কী করে অসম্মতি জানাব? *আমি শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু আমার হৃদয় জেগেই আছে।* দিনের যত চিন্তা-ভাবনা বাতিল করে আমি এখন বিশ্রাম করছি; অন্তরকে বাধামুক্ত করছি সে যেন তোমার প্রেমের আঙুররসে মত্ত হয়ে আমোদ করতে পারে।

কী আশ্চর্য কথা! উন্মত্ততা নিদ্রাকে ঘটায়, এবং নিদ্রা জাগরণকে উৎপন্ন করে।

আমি শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, কনে একথা বলে চলেন, 'কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করি, হে আমার প্রিয়তম, আমার সঙ্গে ঘুমাও; যেমনটি সলোমনের সেই অন্য পুস্তকে তুমি নিজে পরামর্শ দিলে, *দু'জন যদি একসঙ্গে ঘুমায়, তাহলে তারা একে অপরকে গরম রাখে।* তবেই তোমার উপস্থিতি আর তোমার প্রেমের আগুন আমার হৃদয়কে আরও জাগরিত ও সতর্ক রাখবে। আমার অন্তরে তোমার প্রেম অধিক জাজ্বল্যমান হলেই অন্তরটা জেগে থাকে।

আমার প্রেমিকের বিশ্রামে বাধা না দেবার জন্য আমি তো শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু অন্তরের উত্তেজনা আমাকে জাগিয়ে রাখে। মধুর বিশ্রামে শুতে শুতে তোমার জন্য আমার জাগ্রত যত্নের ফলে এমনটি ঘটে যে স্বপ্নেও আমি তোমার জন্য অধিক সতর্ক। আহা, কী মধুময় নিদ্রা, কী মধুময় স্বপ্ন! তোমাকে ছাড়া অন্য কিছুতেই অসচেতন হওয়া, শান্ত থাকা, তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা—এই তো মঙ্গল, যদিও ইহলোকে তোমার দর্শন স্বপ্নেরই মত কেবল ঝাপসা, আর অন্ধকারেই তা মঞ্জুর করা হয়!'

যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততা আমাদের প্রিয়জনকে দেখবার সময় ও সুযোগ করে দেয়, তা কতই না ধন্য, কতই না পুণ্য! কিন্তু, যেহেতু এ ধরনের দর্শন মানবীয় ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার ফলও নয়, আমাদের অনুসন্ধানের ফলও নয়, বরং এমন কিছু যা স্বর্গীয় প্রেরণার মত আমাদের উপর উদিত হয়, সেজন্য আমরা যা দেখি, তা স্বপ্নেরই মত দেখি।

তাছাড়া কনে জাগরণ পালন করায় খুবই বুদ্ধিমতী, কেননা সে জানে না প্রেমিক কখন আসবেন। কিন্তু তার জাগরণ যত ধ্রুব, তার প্রেমিকের ডাকও তত ধ্রুব। সে বলে, *আমার হৃদয় জেগেই আছে,* আর সঙ্গে সঙ্গে বলে চলে, আমি প্রেমিককে শুনতে পাচ্ছি, তিনি তো দরজায় ঘা দিচ্ছেন, আমাকে ডাকছেন, দরজা খুলে দাও! আমার হৃদয় সম্পূর্ণই জাগরিত, আমার প্রেমিকের অন্তরও তাই। তিনি আমার হৃদয়দুয়ারে ঘা দিচ্ছেন, তিনি ঢুকতেই চাচ্ছেন। আমার হৃদয় জাগ্রত বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি তাঁর স্বর চিনতে পারি; আহা, আমি সেই স্বর শুনতে কতই না ভালবাসি। অন্যান্য স্বরের কাছে আমি তো বধির, কিন্তু তাঁর স্বর আমাকে সহসা উত্তেজিত করে তোলে। আমার কান যেই শোনে তাঁর স্বর, আমি মহা পুলকে পুলকিত হয়ে উঠি।

যীশুর স্বরের সঙ্গে কার্ স্বরের তুলনা করা যায়? তাঁর শিক্ষা ও আজ্ঞা সকল পরম পবিত্রতার সার; তাঁর স্বর শ্রোতাদের অন্তর আলোকিত করতে পারে। সে স্বর দুধারী খড়্গের মত অন্তরে প্রবেশ করে, ফলে তাঁর নির্দেশ অন্তরের মধ্যে এমন মধুর প্রেরণার সঙ্গেই বয়ে যায় যা অন্য কোন শিক্ষা তা কল্পনা করতে পারে না। তিনি তো বড় বড় ধরনের ভাষণ দেন না, অথচ তাঁর বাণী ঈশ্বরের গভীর রহস্যকে উদ্ঘাটন করে।

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্যে পিতৃপুরুষদের কাছে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে এক পুত্রেই কথা বলেছেন, যিনি প্রেমিকের উত্তেজক ও প্রবল ভাষায় কথা বললেন।

শ্লোক সাম ১১০:৩; ২:৭

প্ তোমার পরাক্রমের দিনে—পবিত্রতার মহিমায়—রাজ-অধিকার তোমার;
উ উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত আমি জন্ম দিয়েছি তোমায়।
প্ প্রভু বলেছেন আমায়, তুমি আমার পুত্র;
উ উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত আমি জন্ম দিয়েছি তোমায়।

৪ঠা জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - পরম গীত ৬:২–৭:১০

কনের প্রশংসাবাদ

আমার প্রেমিক তাঁর নিজের উদ্যানে,
সুগন্ধি উদ্ভিদ-বাগিচায় গিয়েছেন
উদ্যানে পাল চরাবার জন্য ও লিলিফুল তোলার জন্য।
আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই;
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

আহা, আমার সখী, তুমি তির্সার মত সুন্দরী,
যেরুসালেমের মতই রূপবতী,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর।
আমা থেকে তোমার চোখ ফেরাও,
তোমার দৃষ্টি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে!
তোমার চুল এমন ছাগপালের মত,
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
তোমার দাঁত মেষপালের মত,
যা স্নান করে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
একটাও সঙ্গীহীন নয়।
তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খন্ডের মত।
ষাটজন রানী আছেন,
আশিজন উপপত্নী আছেন,
অসংখ্য যুবতীও আছে।
কিন্তু আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতী, সে তো অনন্যা!
সে তার মাতার একমাত্র কন্যা,
তার জননীর প্রিয়তমা;
তাকে দেখে কন্যারা তাকে সুখী বলল,
রানীরা ও উপপত্নীরা তার প্রশংসাবাদ করলেন।

'ইনি কে, যিনি উষারই মত উদীয়মান,
চন্দ্রেরই মত সুন্দরী,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর?'

আমি উপত্যকার নবজাত অঙ্কুর দেখতে,
আঙুরলতা পল্লবিত হচ্ছে কিনা, তা দেখতে,
ডালিমগাছের ফুল ফুটছে কিনা, তা দেখতে
সুপারি-বাগানে নেমে গেলাম।

আমি আমার প্রাণ আর চিনতে পারছি না; তা আমাকে ভীতই করছে,
যদিও আমি সম্ভ্রান্ত জাতির কন্যা।

মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, হে সুলাম্মীয়া;
মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, যেন আমরা তোমাকে দেখতে পাই।

তোমরা সেই সুলাম্মীয়াতে কী দেখছ,
সে যখন দুই দলের মধ্যে নাচে?
হে সম্ভ্রান্ত কন্যা, পাদুকায় তোমার পা কেমন শোভা পায়!
তোমার আকর্ষণীয় উরুত দু'টো স্বর্ণালঙ্কারের মত,
যা নিপুণ শিল্পীর হাতে নির্মিত কারুকাজ;
তোমার নাভি এমন গোল বাটি স্বরূপ,
যার মধ্যে মেশানো আঙুররসের অভাব নেই;
তোমার কোমর এমন গমরাশি স্বরূপ,
যার চারপাশ লিলিফুলে শোভিত।
তোমার কুচযুগল দু'টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত;
তোমার গলদেশ গজদন্তময় মিনারের মত;
তোমার চোখ দু'টো হেস্‌বোনের সেই ক্ষুদ্র হ্রদের মত,
যা বাত-রাব্বিম নগরদ্বারের কাছে অবস্থিত;
তোমার নাক লেবাননের সেই মিনারের মত,
যা দামাস্কাসের দিকে প্রহরীরূপে স্থিত।

তোমার দেহের উপরে
তোমার মাথা কার্মেলের মত উন্নীত,
তোমার মাথার চুল বেগুনি কাপড়ের মত,
তোমার কেশরাশির তরঙ্গে রাজা বন্দি হয়ে আছেন।
হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে
তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহরা!
তুমি খেজুরগাছের মত উচ্চ;
তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত।
আমি বললাম, 'আমি সেই খেজুরগাছে উঠব,
আমি তার ফলগুচ্ছ ধরব;'
তোমার কুচযুগল হোক আঙুরগুচ্ছের মত,
তোমার শ্বাসের আঘ্রাণ হোক আপেলের আঘ্রাণের মত;
তোমার মুখের তালু হোক এমন উত্তম আঙুররসের মত,
যা সরাসরি আমার প্রেমিকের দিকে বয়ে যায়,
যা নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ বেয়ে ঝরে পড়ে।

শ্লোক পরম গীত ৬:৪,৩; সাম ৮৫:১১
প্র আহা, আমার সখী, তুমি তো সুন্দরী; যেরুসালেমের মতই রূপবতী।
উ আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই।
প্র কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন; ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন।
উ আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি উপদেশ ২৭:৬-৭

খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর রহস্যময় মিলন

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুসালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে বসবাস করবেন। কেনই বা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে সঙ্কল্প করলেন? আমি মনে করি তাঁর সঙ্কল্প এরূপ: তিনি মানবকুল থেকেই নিজের জন্য একটি কনে নিতে চাচ্ছিলেন। কনের অনুসন্ধানেই মর্তে এলেন, অথচ—আশ্চর্যের কথা!—তিনি কনেকে ছাড়া একা আসেননি। এর মানে কি কনে দু'টোই ছিল? মোটেই না। পরম গীতে বর বলেন, *আমার ঘুঘু অনন্য ও অদ্বিতীয়।* কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর আপন মেষগুলিকে এক পালে সংগ্রহ করবেন, যাতে একমাত্র পাল ও একমাত্র মেষপালক থাকে। অসংখ্য স্বর্গবাহিনী আদি থেকে কনেরূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত ছিল, একথা সত্য; কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় তিনি সকল মানুষকে সংগ্রহ করে এমন মণ্ডলীকে গেঁথে তুলবেন, যে মণ্ডলীকে তিনি একদিন তাঁর আপন স্বর্গীয় কনের সঙ্গে একত্রিত করবেন যাতে একমাত্র কনে ও একমাত্র বর থাকেন। দ্বিতীয় কনের সংযোগে প্রথম কনে দ্বিবিধ হয়নি, সে বরং একমাত্র উত্তম কনেতেই রূপান্তরিত হল। *একমাত্র উত্তম আছে, আর সে আমারই,* এ বাক্যে সে নিজের প্রতিবিম্বই দেখে। ইহলোকে প্রেমের বন্ধনেই স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য এবং ভাবীকালে গৌরবলাভেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা, এ হল সেই একতার উৎস। সুতরাং স্বর্গ থেকে আমরা পেলাম বর যীশুকে ও কনে যেরুসালেমকে। মর্তে দৃশ্যমান হবার জন্য যীশু নিজেকে রিক্ত ক'রে দাসের স্বরূপ ধারণ ক'রে মানবীয় আকারে পরিবৃত হয়ে মানুষের মত হয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু সেই কনে যখন স্বর্গ থেকে নেমে এল, সে তখন কোন্ আকারে দেখা দিল? সে কি মানবপুত্রের উপর দিয়ে ওঠা-নামা স্বর্গবাহিনীর আকারেই ছিল?

আমার মতে এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর এরূপ: আমরা যখন একদেহে ছিলাম, বাণীকে দেখলাম এবং একথা বুঝলাম যে, কনে ও বর দু'জনে একদেহে ছিলেন, তখনই আমরা কনের দর্শন পেলাম। যখন পরমপবিত্রজন সেই ইম্মানুয়েল তাঁর আপন দিব্য শিক্ষা মর্তে নিয়ে এসে আমাদের মাতা সেই স্বর্গীয় যেরুসালেমের দৃশ্যমান সাদৃশ্য নিজেরই মধ্যে প্রকাশ ক'রে তার সৌন্দর্য আমাদের দেখালেন, তখন আমরা কি বরের মধ্যে উপস্থিত কনের দর্শন পাইনি? মুকুটভূষিত বর ও রত্ন-অলঙ্কৃতা কনে, একটিমাত্র গৌরবময় প্রভুর মধ্যে এ দু'জনেরই একতার দর্শন পেয়ে আমরা কি অবাক হইনি? যিনি আমাদের কাছে নেমে এলেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি উর্ধ্বে গিয়ে উঠলেন। কেউই স্বর্গে গিয়ে উঠতে পারে না সেই একজনই ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, অর্থাৎ কিনা সেই প্রভুই ছাড়া যিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়, যিনি মাথা হিসাবে বর আর দেহ হিসাবে কনে। মর্তে তাঁর আবির্ভাব যে হল ফলহীন কাজ, তেমন নয়, বরং সেই আবির্ভাবের ফলে মর্তমানুষ তাঁরই মত স্বর্গীয় হয়ে উঠল, আর এইভাবে শাস্ত্রের এ বাণীও পূর্ণ হল, *স্বর্গীয় মানুষ হলেন সকল স্বর্গীয় মানুষের নমুনাস্বরূপ।*

সেই সময় থেকে মানুষ এ মর্তে সেই ধরনেরই জীবন যাপন করতে লাগল, স্বর্গে দূতেরা যে জীবন যাপন করেন। সেই ধন্য স্বর্গীয় দূতদের মত, মণ্ডলী সলোমনের জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এসে তার আপন স্বর্গীয় বরের সঙ্গে পুণ্যপ্রেমের বন্ধনে মিলিতা হয়।

স্বর্গদূতদের মত এখনও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিতা না হয়েও সে কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধনে তাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা কনে। এবিষয়ে নবীর এ প্রতিশ্রুতি স্মরণযোগ্য, *আমি দয়া ও করুণায় তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব।*

এজন্য মণ্ডলী, স্বর্গ থেকে যে নমুনা নেমে এল, তার সাদৃশ্যে নিজেকে অধিক সদৃশ করে তুলতে চেষ্টা করে। সেই নমুনা থেকে সে বিনীত, সংযমী, পুণ্য, পবিত্র, ধৈর্যশীল, করুণাশীল, বিনম্র ও সরলহৃদয় হতে শেখে। প্রভুর কাছ থেকে যতদিন বিচ্ছিন্ন, ততদিন এ সদ্‌গুণাবলি চর্চা ক'রে সে স্বর্গদূতদের বাসনার বস্তু সেই প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করে, যেন স্বর্গদূতদের জ্বলন্ত বাসনার অংশী হয়ে প্রমাণ করতে পারে, সে সাধুসাধ্বীর সহনাগরিক, ঈশ্বরের গৃহের সেবিকা, তাঁর প্রিয়তমা কনে।

শ্লোক হো ২:১৯; সাম ৪৫:১২ দ্রঃ
প্র এসো, আমার মনোনীতা; আমি তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব,
উ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।
প্র আমি ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
উ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

৫ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - পরম গীত ৭:১১–৮:৭

কনের শেষ বাণী ও ভালবাসার প্রশংসা

আমি আমার প্রেমিকেরই,
তাঁর বাসনা আমারই প্রতি।
প্রেমিক আমার, এসো, মাঠে যাই,
গ্রামাঞ্চলে রাত্রিযাপন করব।
চল, প্রত্যুষে উঠে আঙুরখেতে যাই;
দেখি, আঙুরলতা পল্লবিত হয়েছে কিনা,
তাতে মুকুল ধরেছে কিনা,
ডালিমগাছের ফুল ফুটেছে কিনা;
সেইখানে তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করব।
প্রেমফল সুবাস ছড়াচ্ছে;
আমাদের দ্বারে দ্বারে রয়েছে
নবীন ও পুরাতন সবরকম উত্তম উত্তম ফল;
প্রেমিক আমার, তা আমি তোমারই জন্য গচ্ছিত রেখেছি।

আহা, তুমি যদি আমার সহোদর হতে,
আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে!
তবে তোমাকে বাইরে পেয়ে চুম্বন করতাম,
আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করত না।
আমি তোমাকে পথ দেখাতাম,
আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম,
আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে,
আমি তোমাকে সুগন্ধী-মেশানো আঙুররস পান করাতাম,
আমার ডালিমের মিষ্ট রস পান করাতাম!
তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না,
যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

নিজের প্রেমিকের উপর ভর দিয়ে
প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছে, সে কে?

আমি আপেলগাছের তলায় তোমাকে জাগিয়ে তুললাম,
সেইখানে তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিলেন,
সেইখানে তোমার জননী তোমাকে প্রসব করেছিলেন।
তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর,
সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর ;
কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান ;
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর,
তার শিখা আগুনের শিখা,
তা ঐশাগ্নির ঝলক!
বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না,
নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ;
প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত,
তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।

শ্লোক পরম গীত ৮:৬-৭ ; এফে ২:৪ দ্রঃ
℣ প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান ; উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর ; তার শিখা আগুনের শিখা ;
℟ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।
℣ আমাদের প্রতি তাঁর মহাপ্রেমের খাতিরে ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।
℟ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রুশভক্ত সাধু যোহন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' ২৩

মানুষের সঙ্গে খ্রীষ্টের মিলনই দেহধারণের উদ্দেশ্য

যখন একটি আত্মা আধ্যাত্মিক বিবাহের উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন বর তার সঙ্গে যেন বিশ্বস্ত কনের সঙ্গেই ব্যবহার করেন। যেহেতু প্রকৃত ও পরিপূর্ণ প্রেম প্রেমের পাত্রের কাছ থেকে কিছুই লুক্কায়িত রাখতে পারে না, সেজন্য তিনি সেই আত্মার কাছে তাঁর অপরূপ রহস্যগুলিকে সানন্দেই প্রকাশ করেন। রহস্যগুলির মধ্যে যেটা প্রধান, তা হল তাঁর দেহধারণের কৃপাপূর্ণ রহস্য এবং সেই পদ্ধতি যা অবলম্বন করে তিনি আমাদের মুক্তি সাধন করলেন। এটি ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান কাজগুলির মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত, ফলে এটি আবার আমারও সবচেয়ে মহা আনন্দের উৎস। বর আত্মাকে বুঝিয়ে দেন যে তাকে মুক্ত করার জন্য ও আপন বাগ্‌দত্তা কনে করার জন্য তাঁর অপরূপ পরিকল্পনা অনুসারে তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সেই উপায়ে আদিতে মানবস্বরূপ বিকৃত ও ধ্বংসিত হয়ে পড়েছিল ; অর্থাৎ কিনা তিনি আত্মাকে বলেন যে, যেমন এদেন বাগানের সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ দ্বারা আমাদের স্বরূপ আদমে বিকৃত ও বিনষ্ট হয়েছিল, তেমনি ক্রুশ-বৃক্ষ দ্বারাই সে মুক্তি পেয়ে আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আদিপাপ আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, ক্রুশোত্তোলিত বর অনুগ্রহ ও দয়ার খাতিরে দু'হাত প্রসারিত ক'রে আপন যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই বাধা ভেঙে দিলেন।

তিনি বলেন, *আপেল বৃক্ষের নিচে*, অর্থাৎ সেই ক্রুশ বৃক্ষের নিচে: সেইখানে তো ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মানবস্বরূপ মুক্ত করলেন ও তাকে নিজ বাগ্‌দত্তা কনে করে তুললেন ; সেইখানে তিনি অনুগ্রহদানের মধ্য দিয়ে ও প্রেমের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানবাত্মাকে নিজের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত করলেন। *সেইখানে তুমি আমার বাগ্‌দত্তা কনে হলে, সেইখানে আমি তোমাকে আমার হাত দিলাম।* এর মানে, আমার সখী ও কনে হবার জন্য তোমার সেই হীনাবস্থা থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে সেইখানে আমি তোমাকে দিলাম আমার অনুগ্রহ ও আমার সহায়তা। তোমার জননী সেই মানবস্বরূপ সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিচেই তোমার আদিপিতা-মাতায় বিকৃত হয়েছিল ; আবার একটি বৃক্ষের নিচে, ক্রুশ-বৃক্ষেরই নিচে তুমি মুক্তি পেলে। তোমার জননী সেই মানবস্বরূপ একটি বৃক্ষের নিচে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েছিল ; আবার একটি বৃক্ষের নিচে, সেই ক্রুশের নিচেই আমি তোমাকে দিলাম জীবন।

মুক্তিদানের পদ্ধতির পর ঈশ্বর আত্মার কাছে তাঁর প্রজ্ঞার বিধিনিয়ম ও ব্যবস্থা প্রকাশ করেন ; তাকে দেখান তিনি কতই না সুদক্ষ ভাবে ও কৃপাপূর্ণ ভাবে মন্দ থেকে মঙ্গল বের করে আনতে পারেন, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কীভাবে মন্দকে উল্টোভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

এখন কিন্তু আমি ক্রুশের উপর সেই বাগ্‌বিবাহের কথা নয়, অন্য এক বাগ্‌বিবাহের কথা বলতে যাচ্ছি, যা তখনই একবারই মাত্র ঘটে যখন ঈশ্বর দীক্ষাস্নানের সময়ে প্রতিটি আত্মাকে প্রাথমিক অনুগ্রহ দান করেন। এখানে আমি যে বাগ্‌বিবাহের কথা বলছি, তা আমাদের পবিত্রতার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত, তা এমন যা ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপেই সাধিত হয়। উভয় একমাত্র বাগ্‌বিবাহ হলেও তবু দু'টোর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। দ্বিতীয়টা আত্মার গতিতে ঘটে বিধায় আস্তে আস্তেই সাধিত হয় ; প্রথমটা ঈশ্বরের গতিতে ঘটে বিধায় একমুহূর্তেই সাধিত হয়।

শ্লোক হো ২:১৯ ; সাম ৪৫:১২ দ্রঃ
℣ এসো, আমার মনোনীতা ; আমি তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব,
℟ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

℘ আমি ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
℟ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

৬ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৯ : ১-৯

সকল জাতির মানুষের আলো সেই প্রভুর দাস

শোন, দ্বীপপুঞ্জ ;
মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল :
প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।
তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন,
আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন,
আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।
তিনি আমাকে বললেন,
'ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস,
তোমাতেই আমার কান্তি প্রকাশ করব।'
কিন্তু আমি বললাম,
'আমার পরিশ্রম বৃথাই গেছে,
অকারণে ও অনর্থই আমার শক্তি ব্যয় করেছি।
তবু আমার বিচার যে প্রভুরই কাছে,
আমার শ্রমের ফল যে আমার পরমেশ্বরের কাছে, একথা নিশ্চিত।'
আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন,
যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন,
যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি,
—বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি,
পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি।
তিনি বললেন :
'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'
যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন :
রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে,
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।
প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,
আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,
যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,

তুমি যেন বন্দিদের বল, 'বেরিয়ে এসো,'
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, 'আলোতে এসো।'
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি।

শ্লোক ইসা ৪৯:৭; ৯:২
প্র ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন প্রভু একথা বলছেন:
উ আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।
প্র যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।
উ আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা সাম ৩৫:৪-৫

খ্রীষ্ট দাস ও প্রভু রূপে জন্ম নিলেন

আমি মনে করি যে প্রভুর দীনতা ও তাঁর যন্ত্রণার বিষয়ে আমাদের কাছে উপযুক্ত সাক্ষ্যদান করা হয়েছে; সেই সাক্ষ্যদান দু'জন সাধুব্যক্তি দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে: একজন নবী হওয়ায় একটা দর্শনের কথা প্রচার করলেন, অপর একজন এমন সংবাদ দিলেন যা প্রচার করার জন্যই তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হওয়ায়, এসো, আমরা দাসরূপে প্রভুর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁদের সেই সাক্ষ্যদান উপস্থাপন করি; তাছাড়া তাঁদের মুখ দিয়ে প্রভু নিজেই নিজের বিষয়ে কথা বললেন বিধায় তাঁদের প্রমাণ স্বয়ং প্রভুরই প্রমাণ। তিনি বলেন, *প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন, আমি যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি ও ইস্রায়েলকে তাঁর সঙ্গে পুনরায় সম্মিলিত করি।* এখানে আমাদের লক্ষ করতে হয় যে, প্রভু জনগণকে একত্রে সম্মিলিত করার জন্যই দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন।

তিনি আবার বলেন, *আমি মাতৃগর্ভে থাকতেই প্রভু আমার নাম উচ্চারণ করলেন।* যে নামে স্বয়ং পিতা তাঁকে ডাকেন, এসো, শুনি সেই নাম কী: *এই দেখ, কুমারীটি গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে, অর্থাৎ আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।* 'ঈশ্বরের পুত্র' ছাড়া খ্রীষ্টের নামের অন্য অর্থ কী হতে পারে? এ কথাও লক্ষ কর: মারীয়ার বিষয়ে গাব্রিয়েল যোসেফকে বলেছিলেন, *সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে।* এবার ঈশ্বরেরই কথা শোন: *হে যুদা দেশের বেথলেহেম, যুদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে তুমি তো হীনতম নও, কেননা তোমার মধ্য থেকে এমন নেতা বেরিয়ে আসবেন যিনি আমার জনগণকে পালন করবেন।*

রহস্যটির মর্মকথা ধরতে চেষ্টা কর: কুমারী-গর্ভ থেকে তিনি একইসময় দাস ও প্রভু রূপেই জন্ম নিলেন; দাসরূপে তিনি কাজ সম্পাদন করবেন, প্রভুরূপে তিনি শাসন করবেন ও মানবের অন্তরে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। অথচ তিনি এক ব্যক্তি; পিতা থেকে সঞ্জাত ঈশ্বর ও কুমারী থেকে জাত মানুষ তেমন নয়; বরং অনাদিকাল থেকে যিনি পিতা থেকে সঞ্জাত, সেই তিনিই পরবর্তীকালে কুমারী থেকে মানবদেহ ধারণ করলেন। এজন্যই তিনি একইসময় দাস ও প্রভু বলে অভিহিত: আমাদের জন্য তিনি দাস, কিন্তু ঐশস্বরূপের ঐক্যে তিনি ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর, সনাতন ঈশ্বরের সঙ্গে সনাতন ঈশ্বর ও পিতার সমতুল্য। বস্তুতপক্ষে যাঁর উপর পিতা আপন প্রীতি ঘোষণা করলেন, সেই পুত্রকে তিনি নিজের চেয়ে হীনতর শ্রেণীতে জন্ম দিতে পারতেন না।

ঈশ্বর এ কথাও বলেন, *যাকোবের শিবির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে তুমি আমার দাস, এ তো তোমার মাহাত্ম্য।* খ্রীষ্ট সবসময়ের মত সেই নাম দু'টোর অধিকারী যা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা ব্যক্ত করে: তিনি মহান ঈশ্বর ও মহান দাস। দেহধারণে তিনি সেই অসীম মাহাত্ম্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত নন। পুত্ররূপে যিনি ঈশ্বরের সমতুল্য, তিনি দেহধারণে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন; মৃত্যুও ভোগ করলেন, তবু তাঁর মাহাত্ম্যের সীমা নেই, কেননা *প্রতিটি বিশ্বাসী যেন ধর্মময় হয়ে উঠতে পারে খ্রীষ্টই বিধানের শেষ পরিণাম।* ফলে আমরা সকলেই তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে গভীর ভক্তির সঙ্গে তাঁকে পূজা করতে পারি। ধন্য সেই দাসত্ব যা সকলকে স্বাধীন করে তুলল, ধন্য সেই দাসত্ব যা তাঁর জন্য জয় করল সেই নাম সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম; ধন্য সেই বিনম্রতা, যার ফলে *যীশুর নামে প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করে, যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।*

শ্লোক লুক ১:৪২ দ্রঃ
প্র কি করে তোমার বন্দনা করব, হে পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়া?
উ স্বর্গ যাঁকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে অক্ষম, তুমি তাঁকে গর্ভে বরণ করলে।
প্র নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
উ স্বর্গ যাঁকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে অক্ষম, তুমি তাঁকে গর্ভে বরণ করলে।

৭ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৪:১-১৭

প্রভুর সাধিত নব সন্ধি

সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,
—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি!
সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়,
তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!
কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে
পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি—এই কথা প্রভু বলছেন।
তোমার তাঁবুর স্থান বিস্তৃত কর,
ব্যয় আশঙ্কা না করে তোমার আবাসের পরদাগুলো বিছিয়ে দাও,
দড়িগুলো লম্বা কর, শক্ত কর যত গোঁজ,
কারণ তুমি ডানে বামে বিস্তীর্ণা হবে,
তোমার বংশ দেশগুলো দেশছাড়া করবে,
পরিত্যক্ত শহরগুলোতে লোক বসাবে।
ভয় করো না, তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না;
উদ্বিগ্না হয়ো না, তোমাকে আর দুর্নাম ভোগ করতে হবে না;
কারণ তুমি তোমার যৌবনের লজ্জার বিষয় ভুলে যাবে,
তোমার বৈধব্যের দুর্নামও আর মনে থাকবে না।
কেননা তোমার নির্মাতাই তোমার পতি,
তাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর পরমেশ্বর বলে অভিহিত।
হ্যাঁ, প্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিনী পত্নীর মত,
যৌবনকালের বিচ্যুতা বধূর মত ডেকে ফিরিয়েছেন;
—এই কথা বলছেন তোমার আপন পরমেশ্বর!
আমি ক্ষুদ্রই এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে ত্যাগ করেছি,
কিন্তু মহাস্নেহে তোমাকে ফিরিয়ে নেব।
আমি ক্রোধের আবেশে এক মুহূর্তের জন্য তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম,
কিন্তু চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমার মুক্তিসাধক।
আমার কাছে এখন এমনটি হবে নোয়ার সেই দিনগুলির মত,
যখন আমি শপথ করেছিলাম যে,
নোয়ার জলরাশি পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না;
তেমনি এখন আমি শপথ করছি যে,
তোমার উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না,
তোমাকে আর কোন ধমক দেব না।
পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক,
কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না,
আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমাকে যিনি স্নেহ করেন।

হে দুঃখিনী, হে ঝঞ্ঝা-আলোড়িতা, হে সান্ত্বনা-বঞ্চিতা,
দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব,
নীলমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব;
পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা,
সূর্যকান্তমণি দিয়ে তোমার সমস্ত তোরণদ্বার,
ও বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে তোমার সমস্ত প্রাচীর-বেষ্টনী নির্মাণ করব।
তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে,
তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।
তোমাকে ধর্মময়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা হবে,
তুমি অত্যাচার থেকে মুক্তা হবে:

না, তোমাকে আর কোন বিভীষিকায় ভীত হতে হবে না,
কারণ তা তোমার কাছে আসবে না।
দেখ, তোমার প্রতি আক্রমণ ঘটলে, তা আমা থেকে হবে না ;
যে তোমাকে আক্রমণ করবে, তোমার খাতিরে তার পতন হবে।
দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয়,
ও নিজের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করে,
তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি,
তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য আমি ধ্বংসনকারীকেও সৃষ্টি করেছি।
তোমার বিরুদ্ধে গড়া কোন অস্ত্র সফল হবে না,
বিচারে তোমার প্রতিবাদী সমস্ত জিহ্বাকে তুমি দন্ডিত করবে।
এটি প্রভুর দাসদের অধিকার,
এটি সেই ধর্মময়তা, যা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রাপ্য ;
—প্রভুর উক্তি।

শ্লোক ইসা ৫৪:৮,১০; ৪৩:১১
℣ আমি চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি, একথা বলছেন প্রভু ;
℟ আমার কৃপা তোমা থেকে কখনও সরে যাবে না।
℣ আমিই প্রভু, আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।
℟ আমার কৃপা তোমা থেকে কখনও সরে যাবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি — উপদেশ ১৬০

যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিতে চাইলেন, তিনি আমাদের কাছে অজানা থাকতে চাইলেন না

নিত্য অন্ধকারে আবৃত মরমানুষ যা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পাবার ও আপন সম্পদ বলে রাখবার যোগ্য হয়ে উঠেছিল, অজ্ঞতার দরুন সে যেন সেইসব কিছু না হারায়, সেজন্য যদিও প্রভুর দেহধারণ-রহস্যে তাঁর ঈশ্বরত্বের লক্ষণ স্পষ্টই ছিল, তবু আজকের পর্ব বিভিন্ন ভাবে সুস্পষ্টতার সঙ্গে প্রকাশ ও ব্যক্ত করে যে, ঈশ্বর মানবদেহেই আগমন করলেন।

বস্তুতপক্ষে যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিতে চাইলেন, তিনি আমাদের কাছে অজানা থাকতে চাইলেন না। তাই তিনি এমনভাবেই নিজেকে উন্মোচন করলেন, যাতে তাঁর ভালবাসার মহারহস্য মহা ভুলভ্রান্তির অবকাশ না হয়।

তারকারাজির মধ্যে যে জাজ্বল্যমান ব্যক্তিকে পন্ডিত খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন, আজ তিনি তাঁকে জাবপাত্রে ক্রন্দনরত অবস্থায় খুঁজে পান। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে যে গুপ্ত ব্যক্তির জন্য পন্ডিত এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন, আজ তিনি তাঁকে কাপড়ে জড়ানো স্পষ্টই দেখতে পান।

আজ পন্ডিত সামনেই যা দেখতে পাচ্ছেন, সেই দৃশ্যে তিনি গভীর বিস্ময়ে অভিভূত: মর্তেই স্বর্গ, স্বর্গেই মর্ত, ঈশ্বরেই মানুষ, মানুষেই ঈশ্বর ; সমগ্র বিশ্ব নিজের মধ্যে যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম, তিনি এখন ক্ষুদ্রতম একটি দেহে উপস্থিত। তা দে'খে পন্ডিত যে আপত্তি না করে বিশ্বাসই করেছেন, তা প্রতীকমূলক উপহারেই প্রমাণিত: তিনি ধূপধুনোতে তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন, সোনাতে তাঁকে রাজা বলে গ্রহণ করেন, ও গন্ধনির্যাসে তাঁর ভাবী মৃত্যু বিশ্বাস করেন।

এমনটি ঘটল যে, যারা বিজাতীয় বলে শেষে ছিল, তারা প্রথমই হল, কেননা তখন পন্ডিতদের বিশ্বাসে বিজাতীয়দের বিশ্বাসের উদ্বোধন হল।

আজ জগতের পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য খ্রীষ্ট যর্দন নদীতে প্রবেশ করলেন ; যোহন নিজেই সাক্ষ্যদান করে বলেন তিনি এজন্যই এসেছিলেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!* আজ দাস প্রভুকে আঁকড়িয়ে থাকে, মানুষ ঈশ্বরকে আঁকড়িয়ে থাকে, যোহন খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকেন: ক্ষমা দেবার জন্য নয়, ক্ষমা পাবারই জন্য তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকেন।

আজ, নবীর কথামত, *প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপর বিরাজিত ;* কোন্ কণ্ঠস্বর? *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।*

আজ পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে জলরাশির উপর দিয়ে উড়তে থাকেন, যাতে যেমন সেই কপোত নোয়াকে সংবাদ দিয়েছিল যে জলপ্লাবন জগৎ থেকে সরে গেছিল, তেমনি এ কপোত যেন প্রকাশ করে যে জগতের ডুবাডুবি একেবারে শেষ হয়েছে ; সেটার মত কিন্তু এ কপোত পুরাতন জলপাইয়ের পল্লব বহন করে না বরং নব-আদিপিতার মাথায় নবধরনের তৈলাভিষেকের পূর্ণ ঐশ্বর্যকে ঢেলে দেন: এতে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে, *পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।*

আজ জল আঙুররসে পরিণত করে খ্রীষ্ট স্বর্গীয় চিহ্ন-কর্ম সাধন করতে শুরু করেন। কিন্তু জল তাঁর রক্তের সাক্রামেন্তেই পরিণত হবার কথা, যাতে খ্রীষ্ট আপন দেহের পানপাত্র থেকে প্রকৃত পানীয় অর্পণ ক'রে নবীর সেই বাণী পূর্ণ করতে পারেন, *উচ্ছলিত আমার এ পানপাত্র কতই না মূল্যবান!*

শ্লোক

℣ তিনটে ছিল পন্ডিতদের সেই উপহার যা সেদিন তাঁরা প্রভুকে অর্পণ করলেন—প্রতীকমূলক যে উপহার :
℟ সোনা, যাতে রাজ-অধিকার প্রকাশিত ; ধূপধুনো, যাতে মহাযাজকত্ব প্রদর্শিত ; গন্ধনির্যাস, যাতে প্রভুর সমাধি প্রচারিত।
℣ পন্ডিতগণ জাবপাত্রে শোয়ানো আমাদের পরিত্রাণের সাধককে পূজা করলেন। রত্নপেটিকা খুলে তাঁরা প্রতীকমূলক উপহার দান করলেন :
℟ সোনা, যাতে রাজ-অধিকার প্রকাশিত ; ধূপধুনো, যাতে মহাযাজকত্ব প্রদর্শিত ; গন্ধনির্যাস, যাতে প্রভুর সমাধি প্রচারিত।

২রা জানুয়ারীর পরবর্তী রবিবার কিংবা ৬ই জানুয়ারী

প্রভুর আত্মপ্রকাশ

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - ইসা ৬০ :১-২২

প্রভু যেরুসালেমের উপরে নিজের গৌরব প্রকাশ করেন

ওঠ, আলোমন্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো এসে গেছে,
প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।
দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে এখনও আচ্ছন্ন করছে,
তমসা সর্বজাতিকে এখনও আবৃত করছে,
কিন্তু তোমার উপরে স্বয়ং প্রভু উদিত হচ্ছেন,
তোমার উপরে দৃশ্যমান হচ্ছে তাঁর আপন গৌরব।
দেশগুলি তোমার আলোর কাছে আসবে,
রাজারাও আসবে তোমার উদয়ের মহিমার কাছে।
তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ :
এরা সকলে একত্রে জড় হয়ে তোমার কাছে আসছে।
তোমার সন্তানেরা দূর থেকে আসছে,
তোমার কন্যাদের বাহুতে ক'রে বহন করা হচ্ছে।
তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে,
কারণ সমুদ্রের যত ধন তোমার কাছে ভেসে আসবে,
দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।
উটের বিপুল দল তোমায় দখল করবে,
—মিদিয়ান ও এফার দ্রুতগামী উট—
শাবা থেকে সকলেই আসবে,
তারা আনবে সোনা ও ধূপ,
প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ।
কেদারের সমস্ত মেষপাল তোমার কাছে জড় হবে,
নেবায়োতের সমস্ত ভেড়া তোমার সেবায় থাকবে,
আমার যজ্ঞবেদির উপরে তারা হবে গ্রহণীয় নৈবেদ্য ;
আর আমি ভূষিত করব আমার কান্তির গৃহ।

এ কারা উড়ে আসছে মেঘের মত,
খোপের দিকে কপোতের মত?
সত্যি! যত দ্বীপপুঞ্জ আমার দিকে চেয়ে আছে,
দূর থেকে তোমার সন্তানদের,
ও তাদের সঙ্গে তাদের সোনা-রুপোও ফিরিয়ে আনবার জন্য
তার্সিসের জাহাজগুলি রয়েছে সবার আগে,
—তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে, যিনি প্রকাশ করছেন তোমার কান্তি।
ভিনজাতীয় মানুষেরা তোমার নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করবে,
তাদের রাজারা তোমার সেবায় থাকবে,
কেননা ক্রোধে আমি তোমাকে আঘাত করেছি,
কিন্তু প্রসন্নতায় তোমাকে স্নেহ করেছি।
তোমার সমস্ত তোরণদ্বার সর্বদাই খোলা থাকবে,
দিনরাত কখনও বন্ধ হবে না,

যেন সর্বদেশের দলকে তোমার কাছে আনা হয়,
সারিবদ্ধ ক'রে তাদের রাজাদেরও সঙ্গে আনা হয়।
কেননা যে দেশ বা রাজ্য তোমার সেবা করতে অসম্মত, তাদের বিনাশ হবে,
তেমন দেশগুলো নিঃশেষেই ধ্বংসিত হবে।
তোমার কাছে আসবে লেবাননের গৌরব,
দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ একসঙ্গে আসবে,
যেন আমার পবিত্রধাম বিভূষিত করতে পারে,
গৌরবান্বিত করতে পারে আমার চরণস্থান।
যারা তোমাকে অত্যাচার করছিল,
তাদের সন্তানেরা হেঁট হয়ে তোমার কাছে আসবে;
যারা তোমাকে তুচ্ছ করছিল,
তারা সকলে তোমার পদতলে প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়বে।
তারা তোমাকে উদ্দেশ করে বলবে: 'হে প্রভুর নগরী,
হে ইস্রায়েলের পবিত্রজনের সিয়োন!'
তুমি একসময় পরিত্যক্তা ছিলে, ছিলে বিতৃষ্ণার বস্তু,
তোমার মধ্য দিয়ে কেউই যাতায়াত করত না;
কিন্তু আমি এখন তোমাকে সর্বযুগের গৌরবের পাত্র করব,
করব সকল পুরুষপরম্পরার আনন্দের উৎস।
তুমি সকল দেশের দুধ চুষে খাবে,
রাজাদের ঐশ্বর্য গ্রাস করবে।
এবং এই কথা জানবে যে, আমি প্রভুই তোমার পরিত্রাতা,
যাকোবের শক্তিশালী এই আমিই তোমার মুক্তিসাধক।
আমি ব্রঞ্জের বদলে সোনা, লোহার বদলে রুপো,
কাঠের বদলে ব্রঞ্জ, পাথরের বদলে লোহাই আনব।
আমি শান্তিকে করব তোমার নেতা,
ধর্মময়তাকে তোমার শাসনকর্তা।
তোমার দেশে অত্যাচারের কথা আর শোনা যাবে না,
তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথারও উল্লেখ হবে না।
বরং তুমি তোমার নগরপ্রাচীরের নাম রাখবে 'পরিত্রাণ',
তোমার তোরণদ্বারের নাম 'প্রশংসাগান'।
সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না,
চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না;
হে রাত্রি, চাঁদ ও জ্যোৎস্না মিলে যে তোমার জন্য হবে রাত্রির আলো,
এমনটি আর হবে না,
বরং স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো,
তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।
তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না,
তোমার চাঁদও মিলিয়ে যাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো;
আর তোমার শোকের সময়ের সমাপ্তি হবে।
তোমার জনগণ, তারা সকলেই, ধার্মিক হবে,
তারা চিরকালের মত দেশ অধিকার করবে,
তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা,
আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।
যে ছোট, সে সহস্র হয়ে উঠবে,
যে ক্ষুদ্র, সে হয়ে উঠবে বিপুল এক জাতি;
যথাসময়ে আমি, প্রভু, শীঘ্রই এই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব।

শ্লোক ইসা ৬০:১,৩
℣ ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, যেরুসালেম, কারণ তোমার আলো এসে গেছে।
℟ প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।

℣ দেশগুলি তোমার আলোর কাছে আসবে, রাজারাও আসবে তোমার উদয়ের মহিমার কাছে।
℟ প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ ৩

ঐশআলো বিশ্বপরিত্রাণের প্রতীক

ওঠ, উদ্ভাসিত হও, যেরুসালেম, কারণ তোমার আলো এসে গেছে। যে যেরুসালেমের কথা এখানে বলা হয়, তা হল সেই নগরী যার সত্যকার ও শ্রেষ্ঠ শান্তি হলেন স্বয়ং প্রভু যীশু, যে নগরীকে তিনি ধ্বংসস্তূপ থেকে নির্মাণ করছেন, যে যেরুসালেম তার আপন প্রভুর দিব্যদর্শন পাবার জন্য যাত্রা করছে। কেননা সেই যেরুসালেম দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই প্রভু একদিন তারই হবে। এ যেরুসালেম হল পুণ্যময়ী মণ্ডলী, আবার যে কোন ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও যে কোন ঐশঅনুগ্রহমণ্ডিত আত্মা।

ওঠ, উদ্ভাসিত হও, যেরুসালেম, এভাবেই শাস্ত্র তাকে আহ্বান করছে, আর তেমন আহ্বান তারই জন্য সত্যি যুক্তিসঙ্গত, যে অন্ধকারে, ভুলভ্রান্তিতে বা দুর্ব্যবহারে অন্ধের মত পড়ে আছে। তাকে বলা হচ্ছে, ওঠ! যিনি তোমাকে উত্তোলন করার কথা, তিনি তো তোমার উপর আনত। উদ্ভাসিত হও! যিনি তোমার উপর উদিত হবার কথা, তিনি তো উপস্থিত। আজকের নতুন তারা স্বর্গীয় শুভসংবাদ বারবার ধ্বনিত করছে: ওঠ, উদ্ভাসিত হও! যেন পার্থিব বস্তুর আসক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করি ও উর্ধ্বে নিজেদের উত্তোলন করি, আমাদের এ আহ্বান জানাবার জন্য প্রভুর জন্মের একটা লক্ষণ আকাশের বুকে দেখা দিল: লক্ষণটা হল একটা তারা, আমরা যেন বুঝতে পারি যে খ্রীষ্টের জন্মের ফলে আমরা নতুন আলোতে প্লাবিত হব।

কিন্তু তারার আহ্বান প্রকৃতপক্ষে কাকেই উদ্দেশ করেছিল? নিঃসন্দেহে আহ্বান সেই যেরুসালেমকে উদ্দেশ করেছিল যার প্রতীক ছিলেন সেই রানী যিনি সলোমনের জ্ঞান শুনবার জন্য পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তৎপর হয়ে এসেছিলেন। সলোমন নামের অর্থ হল শান্তিদাতা, ফলে সলোমনের দর্শন পাবার জন্য যে রানী এসেছিলেন, তিনি হলেন সেই যেরুসালেমেরই প্রতীক যার নামের অর্থ হল শান্তি-দর্শন। বিজাতীয় বলে সেই রানী হলেন বিজাতীয়দের মধ্য থেকে গঠিত মণ্ডলীর প্রতীক। আমরা যখন দেখি কতগুলোই না দেশ ও জাতির উপর মণ্ডলী রাজত্ব করে, তখন আমরা তার মধ্যে দেখতে পাই সেই রানী যাঁর বিষয়ে দাউদ বলেন, *সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে আছেন রানী।*

আজ সেই মণ্ডলীরই জন্মদিন, যে মণ্ডলী বিজাতীয়দের মাঝে বিরাজিত, কেননা বিজাতীয়রা তারাকে দেখল ও তার সংবাদ বুঝতে পারল। ফলে আজ সেই দিন, যে দিনে এ রানী পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে আসেন তাঁরই শ্রীমুখ দেখতে যাঁর বিষয়ে বলা হয়, *ওই দেখ, সলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে উপস্থিত।* তিনি সত্যিই সলোমনের চেয়ে মহান, কেননা সলোমন কেবল শান্তিদাতা ছিলেন, প্রভু যীশু বরং দেহধারী শান্তি হওয়ায়ই শান্তি দান করেন। প্রেরিতদূতও বলেন, *তিনিই স্বয়ং শান্তি; তিনিই ইহুদী জাতি ও বিজাতিদের এক জাতি করে তুললেন।* যিনি স্বয়ং শান্তি, এ রাজার দর্শন পাবার জন্য তৎপর বলে আমাদের এ রানী যুক্তিসঙ্গত ভাবেই যেরুসালেম, অর্থাৎ শান্তি-দর্শন বলে অভিহিতা।

তিনি শেবার রানী বলেও অভিহিতা। এ নামটাও সঠিক, কেননা শেবা বলতে দাসত্ব বোঝায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই শেবার রানী হল মণ্ডলী যা এ দাসত্বকালে সবকিছু সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ করে: এ দাসত্বকালে মণ্ডলী সেই রাজ্য থেকেই নির্বাসিতা, যে রাজ্য কোন দাসত্ব বা সঙ্কট জানে না, যে রাজ্যকে সে নিজে বিচারের দিনেই পাবে, যখন প্রভু তাকে বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* বিজাতীয়দের পুণ্যময়ী মণ্ডলী আমাদের এ রানী আজ পর্যন্ত অন্ধের মত ধুলায় পতিত হয়ে শুয়ে থাকল, এবার কিন্তু আহ্বান তার কাছে এসে পৌঁছেছে: *ওঠ, উদ্ভাসিত হও!*

শ্লোক
℣ আজকের দিনে আলো-থেকে-আলো আমাদের কাছে আবির্ভূত হল। সেই আলো হল সেই ব্যক্তি যাঁকে যোহন যর্দনে দীক্ষাস্নাত করলেন।
℟ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।
℣ স্বর্গ থেকে সনাতন আনন্দ নেমে এল। স্বর্গের রাজেশ্বর খ্রীষ্টই আমাদের জন্য মর্তে নেমে এলেন।
℟ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - আদ্‌মণ্টের মঠাধ্যক্ষ পূজনীয় গড্‌ফ্রেডের উপদেশাবলি পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৫

তিন পণ্ডিতের উপহারের অর্থ

যে মহাপর্ব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, তার প্রকৃত নাম হল ‘এপিফানিয়া’; এর অর্থ হল আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব। আমরা আজ প্রভুর তিন ধরনের আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাবের কথা স্মরণ করি, এমন আত্মপ্রকাশ যা তিনি পৃথিবীতে মানবজীবনকালেই ঘটিয়েছেন।

প্রথম আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব তাঁর জন্মের সময়েই ঘটেছে, যখন তিন পণ্ডিত নবীন তারার অসাধারণ উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে তার পরিচালনায় নবজাত ত্রাণকর্তার জাবপাত্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁকে পূজা করলেন ও রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে তিনটে মূল্যবান উপহার দিলেন: সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস।

দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব যর্দন নদীর কূলে তাঁর দেহধারণের ত্রিংশ সালেই ঘটেছে, যখন যিনি আমাদের সকলের স্রষ্টা ও পুনঃস্রষ্টা, যিনি পাপের কালিমা থেকে মুক্ত একমাত্র ব্যক্তি, তিনি পাপীদেরই সঙ্গে দীক্ষাস্নাত হবার জন্য

যোহনের কাছে গেলেন। সেই সময় তাঁর সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হলে তিনি ঐশআত্মাকে কপোতের আকারে তাঁর উপর নেমে আসতে দেখলেন এবং এক কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে বলল, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, আমার প্রাণ এঁতে প্রসন্ন।*

সুসমাচার পড়ে আমরা জানতে পারি যে তৃতীয় আত্মপ্রকাশ গালিলেয়ার কানা নগরে ঘটেছে। সেখানে বিয়ের উৎসবের দিনে প্রভু জল আঙুররসে পরিণত করলেন ও আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

এ তিনটে শরীরী আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব প্রতীকমূলক ভাবে দেখাল কীভাবে তিনি দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্য ভাবে তাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন, যারা পুণ্যজীবন যাপন করে, কেননা তিনি অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের দেখতে আসেন। সেই তিনটে আত্মপ্রকাশ আবার দেখাল, ঐশমর্যাদার দৃষ্টিতে সেই পুণ্য ও মনোনীত আত্মাগুলির পক্ষে দর্শনলাভের জন্য কীভাবে যাওয়া উচিত।

যে সকল পুণ্যজন দৃশ্য তারার ক্ষণস্থায়ী আলো দ্বারা নয়, বরং ঐশপ্রেরণার অদৃশ্য ও অস্পর্শী অনুগ্রহ দ্বারাই আলোকিত হয়ে তিন পন্ডিতের মত খ্রীষ্টের জাবপাত্রের কাছে আসে (জাবপাত্র বলতে আমি অধ্যাত্ম সাধনার কঠোরতা বোঝাই), তারা অবশ্যই জাবপাত্রের মধ্যে সুন্দর ভাবে শোয়ানো অর্থাৎ বিশ্বাসীমণ্ডলীর মাঝে উপস্থিত খ্রীষ্টকে খুঁজে পাবে।

কিন্তু যারা উল্লিখিত ঐশআলো পেয়েছে বলে সচেতন আছে, তারা যদি খ্রীষ্টকে সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাসের মূল্যবান সেই উপহার দানে তিন পন্ডিতকে অনুকরণ না করে, তবে তারা যেন না মনে করে যে, প্রভুর জাবপাত্র হবার জন্য ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক জীবনধারণ পালন করার জন্য যত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে আমি মনে করি, সোনা হল সত্যজ্ঞান, ধূপধুনো হল ভক্তির সঙ্গে সাধিত সৎকাজ, ও গন্ধনির্যাস হল মানবপ্রশংসার বাসনা-দমন।

সুসমাচার-রচয়িতার উল্লিখিত তিনটে উপহার প্রভুর মনোনীত নবী ইসাইয়া দ্বারাই উল্লিখিত হয়েছিল, *শেবা-বাসীরা প্রভুর নামের প্রশংসা করতে করতে সোনা ও ধূপধুনো নিয়ে আসবে।* এখানে দেখা যাচ্ছে সুসমাচার-রচয়িতা ও নবী দু'জনেই একমত, কেননা যেখানে সুসমাচার-রচয়িতা গন্ধনির্যাসের কথা বলেন, তার জায়গায় নবী বললেন 'প্রভুর প্রশংসা,' যার ফলে তিনি 'গন্ধনির্যাস' আধ্যাত্মিক ভাবেই ব্যাখ্যা করলেন। একদিকে তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে মানবীয় প্রশংসার বাসনা-দমনের কথাই ইঙ্গিত করা হচ্ছিল। তাছাড়া তিনি জোর করেই আমাদের দেখিয়ে দিলেন, যারা সৎকাজে রত আছে, নিজেদের প্রচেষ্টা ও সদ্‌গুণে কিছুই আরোপ না ক'রে তাদের পক্ষে প্রশংসার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দমন করা একান্ত প্রয়োজন। বিনম্রতার সঙ্গে সবকিছুই ঐশঅনুগ্রহে আরোপ ক'রে তাদের বরং প্রভুর প্রশংসাবাদই করা আবশ্যক।

শ্লোক তীত ২:১১-১২
প্র প্রভাতী তারার ও সর্বকালের আগে জাত হয়ে
উ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা আজ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন।
প্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।
উ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা আজ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

সোমবার কিংবা ৭ই জানুয়ারী

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী ৭ই জানুয়ারীর ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য।

মঙ্গলবার কিংবা ৮ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৫:১-১৩

চিরন্তন সন্ধি প্রভুর বাণীতে সকলের কাছে অর্পিত

ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো;
যার অর্থ নেই, তুমিও এসো।
এসো, খাদ্য কিনে নিয়ে খাও;
এসো, বিনা অর্থে খাদ্য, বিনা মূল্যে আঙুররস ও দুধ কিনে নাও।
তোমরা কেন অখাদ্যের জন্য অর্থব্যয় করবে?
কেন অতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য তোমাদের মজুরি নষ্ট করবে?
আমার কথা কান পেতে শোন, তবেই উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে,
রসাল শাঁসাল খাদ্য ভোগ করবে।
কান দাও, আমার কাছে এসো;
শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।

আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব ;
হ্যাঁ, দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।
দেখ, আমি তাকে সর্বজাতির জন্য সাক্ষীরূপে,
সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।
দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে ;
তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে ;
এমনটি ঘটবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে,
যিনি তোমাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন ;
তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন।
দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক ;
সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন ;
সে আমাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসুক,
কারণ তিনি ক্ষমাদানে মহান।
কারণ আমার সঙ্কল্পসকল ও তোমাদের সঙ্কল্পসকল এক নয়,
তোমাদের পথসকল ও আমার পথসকল এক নয়—প্রভুর উক্তি।
পৃথিবী থেকে আকাশমণ্ডল যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ,
তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উঁচু।
বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে,
এবং মাটি জলসিক্ত না করে,
ও সেই মাটি যেন বীজবুনিয়েকে বীজ ও মানুষকে খাদ্য দান করে
তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না,
তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায় :
আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে,
এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে
আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।

হ্যাঁ, তোমরা আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে,
শান্তিতেই তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।
পর্বত-উপপর্বত তোমাদের সামনে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বে,
মাঠের সকল গাছপালা করতালি দেবে।
কাঁটাগাছ আর নয়, দেবদারুই গজে উঠবে,
শেয়ালকাঁটা আর নয়, গুলমেদিই বেড়ে উঠবে ;
এমনটি ঘটবে প্রভুর সুনামের উদ্দেশে,
এমন চিরস্থায়ী চিহ্ন, যা লোপ পাবে না।

শ্লোক ইসা ৫৫:৪-৫ ; তোবিত ১৩:১৩
℟ দেখ, আমি তাকে সর্বজাতির জন্য সাক্ষীরূপে, সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।
℣ দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে ; তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে।
℟ দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে, হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।
℣ দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে ; তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে।

দ্বিতীয় পাঠ - শার্তের ধর্মপাল সাধু ফুলবার্টের পত্র ৫ম পত্র

আমাদের পরিত্রাণ-রহস্য

আমরা খ্রীষ্টের দ্বৈতস্বরূপের পার্থক্য সহজে বুঝতে পারি এ থেকে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলেন অর্থাৎ: তাঁর একটি স্বরূপ আছে যা অনুসারে, প্রেরিতদূতের কথায়, তিনি *নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীন হয়ে জন্ম নিলেন ;* এবং তাঁর আর একটি স্বরূপ আছে যা অনুসারে তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। একটি স্বরূপ অনুসারে তিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষের সাধারণ বিনীত মর্তজীবন যাপন করলেন, এবং অপর স্বরূপ অনুসারে তিনি সনাতন ও অনাদিকালীন ঈশ্বর রূপে স্বর্গমর্ত সৃষ্টি করলেন। একটি স্বরূপ অনুসারে শাস্ত্রের কথামত তিনি দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করলেন, শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, ক্ষুধার্ত হলেন ও অশ্রুজল ফেললেন, এবং অপর স্বরূপ অনুসারে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময়

করলেন, খোঁড়াকে হাঁটতে দিলেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলেন, একটি কথায় উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশমিত করলেন ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করলেন।

ফলে যে কেউ খ্রীষ্টান নাম বৃথাই বহন করতে চায় না বা আপন সর্বনাশেই তা বহন করতে চায় না, তাকে স্বীকার করতে হবে যে খ্রীষ্ট দ্বৈতস্বরূপের অধিকারী আর তিনি একইসময় প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ। এভাবে দ্বৈতস্বরূপের বাস্তবতা রক্ষা করা হয়। খ্রীষ্ট যে প্রতাপময় কাজ সাধন করেন এবং খ্রীষ্ট যে দুঃখকষ্ট ভোগ করেন, নিখুঁত বিশ্বাস এসবগুলিও ফেলেও না, বিচ্ছিন্নও করে না, কেননা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্নতাকে বর্জন করে, আবার এক একটি স্বরূপ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে মানুষ, তেমন কথা গ্রহণযোগ্য নয়, আছেন বরং একমাত্র খ্রীষ্ট যিনি একইসময় ঈশ্বর ও মানুষ। খ্রীষ্ট নিঃসন্দেহে ঈশ্বর: তাঁর ঈশ্বরত্ব গুণেই তিনি মৃত্যুকে ধ্বংস করলেন; অথচ ঈশ্বরের এই একমাত্র পুত্র যিনি আপন ঈশ্বরত্ব অনুসারে মৃত্যু ভোগ করতে পারতেন না, সেই অমর পুত্র যে মরদেহ ধারণ করেছিলেন সেই মরদেহে মৃত্যু বরণ করলেন; আর ঈশ্বরের পুত্র সেই একই খ্রীষ্ট, মানুষ হিসাবে মৃত্যু বরণ ক'রে পুনরুত্থান করলেন, কেননা দেহগত দিক দিয়ে মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তিনি সেই অমরত্বকে হারিয়ে ফেললেন না, যে অমরত্ব ঈশ্বর ব'লে তাঁর অধিকার।

আমরা নিশ্চিত জানি যে, প্রথম জন্মে পাপী এই আমরা দ্বিতীয় জন্মে পবিত্র হয়ে উঠি; প্রথমটায় বন্দি আমরা দ্বিতীয়টার গুণে মুক্তি পাই; প্রথমটায় মর্তমানুষ আমরা দ্বিতীয়টার গুণে স্বর্গীয় হয়ে উঠি; প্রথমটার দণ্ডের দরুন দৈহিক আমরা দ্বিতীয়টার অনুগ্রহ-গুণে আত্মিক হয়ে উঠি; সেটার কারণে ক্রোধের সন্তান আমরা এটার গুণে অনুগ্রহেরই সন্তান। অতএব যে কেউ দীক্ষাস্নানের মর্যাদা হেয়জ্ঞান করে, সে জেনে নিক, সে সেই ঈশ্বরকে হেয়জ্ঞান করে যিনি বলেছেন, *যে কেউ জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম না নেয়, সে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।*

সুতরাং পরিপক্ব শিক্ষাই পরিত্রাণদায়ী দীক্ষাস্নানের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য আমাদের অনুগ্রহ দান করে; দীক্ষাস্নান সম্বন্ধে স্বয়ং প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিতও থাকব।* খ্রীষ্টের মৃত্যু ও সমাধির সহভাগিতার উদ্দেশ্যই, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান ক'রে তাঁর সঙ্গে জীবিত থাকতে পারি।

শ্লোক যোহন ১:১৪,১

℣ বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন:

℟ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

℣ আদিতে বাণী ছিলেন; বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী; বাণী ছিলেন ঈশ্বর।

℟ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

বুধবার কিংবা ৯ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৬:১-৮

প্রভুর গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা গৃহ

প্রভু একথা বলছেন:
তোমরা সুবিচার পালন কর, ধর্মিষ্ঠতা অনুশীলন কর,
কারণ আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে,
আমার ধর্মময়তা-প্রকাশ সন্নিকট।
সুখী সেই মানুষ, যে এভাবে আচরণ করে,
সেই আদমসন্তান, যে এসব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকে,
যে সাব্বাৎ পালন করে, তা অপবিত্র করে না,
যে তার আপন হাত সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে দূরে রাখে।
প্রভুতে আসক্ত বিজাতি কোন মানুষ যেন না বলে,
'নিশ্চয় প্রভু আমাকে তাঁর আপন জনগণ থেকে বিচ্যুত করবেন!'
কোন নপুংসকও যেন না বলে,
'দেখ, আমি শুষ্ক গাছ!'
কেননা প্রভু একথা বলছেন:
যে যে নপুংসক আমার সাব্বাৎ পালন করে,
আমার সন্তোষজনক বিষয় বেছে নেয়,
আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
তাদের আমি আমার গৃহের মধ্যে ও আমার নগরপ্রাচীরের মধ্যে
পুত্রকন্যাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান ও শ্রেষ্ঠ নাম মঞ্জুর করব;
তাদের দেব এমন চিরকালীন নাম,
যা কখনও লোপ পাবে না।

আর যে বিজাতি মানুষ প্রভুর সেবা করার জন্য,
প্রভুর নাম ভক্তি করার জন্য,
ও তাঁর আপন দাস হবার জন্য প্রভুতে আসক্ত হয়েছে,
অর্থাৎ যে কেউ সাব্বাৎ অপবিত্র না করে তা পালন করে,
এবং আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ;
আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।
তাদের আহুতি ও বলিদান তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে,
কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

যিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করেন,
সেই প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি :
আমি ইতিমধ্যে যাদের জড় করেছি,
তাদের ছাড়া আরও মানুষকে জড় করব।

শ্লোক ইসা ৫৬:৮,৭ ; কল ১:২৭
℣ যিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করেন, সেই প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি :
℟ আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।
℣ ঈশ্বর বিজাতীয়দের মাঝে এ রহস্যের গৌরবময় ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে চেয়েছেন—খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে বিরাজিত।
℟ আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি উপদেশ ৩৬:১-২

পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখবে ঈশ্বরের পরিত্রাণ

প্রিয়জনেরা, যেদিন খ্রীষ্ট প্রথমবার বিজাতীয়দের কাছে জগত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, সেদিনটি আমাদের মাঝে অধিক সম্মানিত দিন হওয়া উচিত। অন্তরে আমাদের সেই একই আনন্দ অনুভব করা উচিত, যে আনন্দ সেই তিন পণ্ডিত অনুভব করলেন যখন নবীন তারার লক্ষণ দ্বারা স্বর্গমর্তের রাজার সামনে চালিত হয়ে তাঁরা ভক্তিভরে সেই একজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন যাঁর আগমনে তাঁরা কেবল একটা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আবার, মনে করা উচিত নয় যে সেদিন সমাপ্তই হয়েছে, যার ফলে যে ঘটনার প্রভাব সেদিনে প্রকাশিত হয়েছিল তা সেইসময়েই কেটে গেল আর বিশ্বাসে গৃহীত ও স্মরণে উদ্‌যাপিত একটি স্মৃতি ছাড়া অন্য কিছুই আর থাকল না। না! ঈশ্বরের মহাদান বরং এমন বৃদ্ধি লাভ করেছে যে, আমরা আজও প্রত্যেকদিন তার অভিজ্ঞতা করতে পারি।

যদিও সুসমাচারের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে সেই দিনেরই কথা নির্দেশ করে, যখন তিনজন লোক নবীদের প্রচারে ও বিধানের সাক্ষ্যদানের শিক্ষায় আলোকিত না হয়েও ঈশ্বরকে জানবার জন্য সুদূর পূর্বাঞ্চল থেকে এসেছিলেন, তবু আমরা আরও স্পষ্টভাবে বারবারই দেখতে পারি যে, সেই ঘটনা সেই সকলেরই বেলায় ঘটে যারা আজও বিশ্বাসগ্রহণের জন্য আহূত হয়ে আলোকিত হয়। এভাবে ইসাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে যা অনুসারে *প্রভু সকল দেশের দৃষ্টিগোচরে আপন পবিত্র বাহু প্রকাশ করেছেন, পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ।* আবার : *যাদের কাছে তাঁর কথা বলা হয়নি, তারা তাঁকে দেখতে পাবে ; যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা উপলব্ধি করবে।*

আমরা যখন দেখি যে সংসারের প্রজ্ঞায় রত ও যীশুখ্রীষ্ট-বিশ্বাস থেকে বহু দূরের মানুষ ভুলভ্রান্তির অতলদেশ থেকে বাইরে চালিত হয়ে সত্যকার আলোর জ্ঞানে আহূত হচ্ছে, তখন আর কোন সন্দেহ নেই : ঐশঅনুগ্রহের জ্যোতি এখনও ক্রিয়াশীল! যতবার আলোর একটা কিরণ নতুন ভাবেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে ভেদ করে, ততবার তার উৎস হল সেই একই তারার প্রভা যা মানবাত্মাকে স্পর্শ ক'রে আপন আবির্ভাবের আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে সেই আত্মাকে আলোকিত করে ও ঈশ্বরকে পূজা করার জন্য চালিত করে।

তাছাড়া আমরা যদি রহস্যের গভীরতর স্থলে প্রবেশ করতে ইচ্ছা ক'রে আবিষ্কার করতে চাই, যারা আজ বিশ্বাস পথের মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছে আসে তারা কী ভাবে সেই তিনটে উপহার আনে, তাহলে একথা কি সত্য নয় যে, সরলমনা বিশ্বাসীর অন্তরে একই উপহারগুলি দান করা হয়? খ্রীষ্টের সার্বজনীন রাজ-অধিকার স্বীকার করায় অন্তরের ধনসম্পদ থেকে সোনা বের করা হয় ; ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সত্যকার মানবস্বরূপ ধারণ করেছেন, যে কেউ একথা বিশ্বাস করে, সে গন্ধনির্যাস অর্পণ করে ; তিনি ঐশমর্যাদা ক্ষেত্রে পিতার সমতুল্য, যে কেউ একথা ঘোষণা করে, সে একপ্রকারে যেন ধূপধুনো নিবেদন করে।

শ্লোক মথি ২:১-২
℣ তিন পণ্ডিত পুব থেকে যেরুসালেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি,
℟ ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।
℣ আমরা পুবে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি,
℟ ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।

বৃহস্পতিবার কিংবা ১০ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৯:১৫-২১

প্রভু আসছেন

সত্য মিলিয়ে গেছে,
এবং অপকর্ম থেকে যে নিজেকে সংযত রাখে, তাকে লুট করা হয়।

তিনি এইসব কিছু দেখলেন,
সুবিচার না থাকায় অসন্তুষ্ট হলেন।
তিনি তো দেখলেন যে, কেউই ছিল না,
বিস্মিত হলেন যে, পরের হয়ে মধ্যস্থতা করতে কেউ ছিল না।
তাই তাঁর আপন বাহু তাঁর হয়ে পরিত্রাণ সাধন করল,
তাঁর আপন ধর্মময়তা হল তাঁর নির্ভর।
তিনি বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে পরিত্রাণ ধারণ করলেন;
বস্ত্র রূপে প্রতিশোধ পরিধান করলেন,
আলোয়ান রূপে গায়ে জড়িয়ে নিলেন উদ্যোগ।
তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী মজুরি দেন:
তাঁর বিরোধীদের কাছে ক্রোধ, তাঁর শত্রুদের কাছে দন্ড,
দ্বীপপুঞ্জের কাছে তাদের প্রাপ্য মজুরি দেবেন।
পশ্চিমে তারা প্রভুর নাম ভয় করবে,
পুবে তারা তাঁর গৌরব ভয় করবে,
কারণ তিনি এমন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত আসবেন,
যা প্রভুর ফুৎকারে তাড়িত।
সিয়োনের জন্য,
যাকোবে যারা বিদ্রোহ-কর্ম বন্ধ করে, তাদেরই জন্য
এক মুক্তিসাধক আসবেন—প্রভুর উক্তি।

প্রভু একথা বলছেন, 'আমার পক্ষ থেকে, তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি এ: আমার যে আত্মা তোমার উপরে অধিষ্ঠিত এবং যে সমস্ত বাণী তোমার মুখে দিয়েছি, তা তোমার মুখ থেকে, তোমার সন্তানদের মুখ থেকে, ও তোমার সন্তানদের বংশধরদের মুখ থেকে এখন থেকে চিরকাল ধরে কখনও দূরে যাবে না।'

শ্লোক এজে ৩৭:২৭; শিষ্য ১০:৩৪-৩৫
℟ আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।
℣ তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।
℟ ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ধর্মময়তা পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়।
℣ তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ সাধু অদিলোর উপদেশাবলি — উপদেশ ৯

যিনি আমাদের জন্য মানুষ হলেন, তাঁকে সর্বযুগের রাজা বলে স্বীকার করা হোক

আমাদের কলুষিত মানবজন্ম যেন তার আত্মিক আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য খ্রীষ্ট নিষ্কলঙ্কা কুমারী থেকে জন্ম নিতে চাইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে পরিচ্ছেদন-বিধানের অধীন করলেন যাতে স্পষ্ট হতে পারে যে সেই বিধানও তাঁর আপন রচনা; তাছাড়া তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর আদর্শ অনুসারে আমরাও যেন আত্মার আনন্দেই পরিচ্ছেদিত হয়ে, অর্থাৎ ঐশগুণাবলিতে অভিজ্ঞ হয়ে, স্বর্গীয় গৃহ নির্মাণকাজের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য হতে পারি। তিনি তিন পন্ডিতের পূজা গ্রহণ করলেন যাঁরা সেই তিন ধরনের উপহার তাঁকে এনে দিয়েছিলেন, যে উপহার এমন বিশ্বাসের প্রতীক ছিল যে বিশ্বাস অনুসারে যিনি আমাদের খাতিরে মানুষ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বযুগের রাজা ও প্রভু। তিনি আবার চেয়েছিলেন, তাঁর মাতাপিতা তাঁকে মন্দিরে উপস্থিত করাবেন, এবং তাঁর পক্ষে একটা ঘুঘু ও একটা কপোত অর্পণ করবেন; তিনি একটি আদর্শ রাখার জন্যই তাই করেছিলেন: আমরা যখন বেদির প্রান্তে আসি, তখন বলিদান হিসাবে আমরা যেন শুচিতা, পবিত্রতা আর বাকি যত সদ্‌গুণ অর্পণ করি।

বারো বছর বয়সে, তাঁর মাতার অজান্তে, তিনি মন্দিরে থেকে গেছিলেন; উদ্বিগ্নতার সঙ্গে তাঁকে খোঁজ করার পর তাঁরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে দেখেছিলেন, তিনি *বিধানপন্ডিতদের মাঝে বসে আছেন*, শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, বরং তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের কাছে প্রশ্ন রাখছিলেন। মাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে কিছুই না বলে সেখানে থেকে গেছিলেন কেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তিনি ছিলেন আপন পিতার গৃহে। যীশুর বাল্যকালের এ সব ঘটনা কাথলিক বিশ্বাসের অধিকারে

সপ্রমাণিত। আমরা যখন লক্ষ করি, তাঁর মাতা তাঁর খোঁজ করছেন, তখন নির্দ্বিধায় তাঁকে প্রকৃত মানুষ বলে স্বীকার করি; অপরদিকে যখন যীশু ঘোষণা করেন যে পিতার গৃহে থাকা তাঁর উচিত, তখন সকল ভক্তজন তাঁকে ঈশ্বরের একমাত্র ও সত্যকার পুত্র বলে স্বীকার করে।

আমরা যখন লক্ষ করি, তিনি বিধান-পণ্ডিতদের মাঝে বসে কথা শোনেন ও প্রশ্ন রাখেন, তখন আমরা এ শিক্ষা পাই, বয়স্ক মানুষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই যেন প্রচারকাজে নিজেকে উপযুক্ত মনে করতে সাহস না করে। একথাও আমাদের জানা উচিত যে, সুসমাচারের নিজেরই বাণী ছাড়া ত্রাণকর্তার বাল্যকাল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা মণ্ডলীর শিক্ষার সমর্থনের বাইরে। বিশ্বাসীমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান অনুসারে, পাপের অভিজ্ঞতা ব্যতীত তিনি যে মানবস্বরূপ ধারণ করেছিলেন, তার সংযুক্ত যত দুর্বলতারও অভিজ্ঞতা করলেন: তাঁর মানবতায় নিহিত হয়ে ঈশ্বর সর্বদাই পাপের পক্ষে অগম্যই থাকলেন। অথচ ঈশ্বরের পুত্ররূপে তাঁর পক্ষে আত্মশোধন বা আত্মশুচীকরণ প্রয়োজন না হলেও, তবু নিরূপিত সময়ের নিরূপিত একদিনে তিনি ত্রিশ বছর বয়সে পরিত্রাণের অসাধারণ রহস্য তথা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন। তা গ্রহণ করে তিনি তা পবিত্র করে তুললেন ও সকল বিশ্বাসীর কাছে স্বর্গীয় দান রূপে তা ফিরিয়ে দিলেন তারা যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। কিন্তু তিনি যদিও দীক্ষাস্নান সম্পাদনের দায়িত্ব মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের কাছে মঞ্জুর করলেন, তবু দীক্ষাস্নানের ক্ষমতা স্বর্গীয় গুণ বলেই নিজের হাতে রাখতে দাবি করলেন। এর প্রমাণ হল সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যা, খ্রীষ্ট দীক্ষাস্নাত হবার জন্য নির্দ্বিধায় এগিয়ে এলে, মহাধন্য যোহনের কাছে বলেছিল, *তুমি যাঁর উপর পবিত্র আত্মাকে নেমে আসতে ও অধিষ্ঠান করতে দেখবে, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করবেন।* যিনি বরের বন্ধু, বিশ্বস্ত ও বিনম্র অগ্রদূত, যাঁর বিষয়ে স্বয়ং সত্য সাক্ষ্যদান করে বলেছেন, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে যোহনের চেয়ে মহান কেউই আবির্ভূত হয়নি, তিনি যখন দীক্ষাস্নাত করতেন ও দীক্ষাস্নানের কথা প্রচার করতেন, তখন পবিত্র সুসমাচার অনুসারে তিনি বলতেন, *আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করি, কিন্তু যিনি আমার পরে আসবেন, তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।*

শ্লোক সাম ১৩০:৭-৮; তীত ২:১৩-১৪

প্র প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা, তাঁর কাছের মুক্তি মহান।
উ তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন তার সমস্ত অপরাধ থেকে।
প্র আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।
উ তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন তার সমস্ত অপরাধ থেকে।

শুক্রবার কিংবা ১১ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - বারুক ৪:৫-২৯

আপন সন্তানদের প্রতি যেরুসালেমের সান্ত্বনা বাণী

সাহস ধর, জাতি আমার,
তুমি যে ইস্রায়েলের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ!
সম্পূর্ণ বিনাশের উদ্দেশ্যেই যে তোমরা বিজাতীয়দের কাছে বিক্রীত হয়েছ, এমন নয়,
ঈশ্বরের ক্ষোভ জাগিয়েছ বলেই
তোমরা শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছ।
কেননা তোমরা তোমাদের নির্মাতাকে কুপিত করেছ,
হ্যাঁ, তোমরা অপদূতদের উদ্দেশেই বলি উৎসর্গ করেছ, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়!
যিনি তোমাদের লালন-পালন করেছেন, সেই সনাতন ঈশ্বরকে তোমরা ভুলে গেছ,
তোমাদের যে পুষ্ট করেছে, সেই যেরুসালেমকেও দুঃখ দিয়েছ।
বস্তুত তোমাদের উপরে যখন ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ছিল,
তখন তা দেখে যেরুসালেম বলে উঠল:

শোন, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
ঈশ্বর আমার কাছে মহা শোক প্রেরণ করলেন।
কেননা আমি সেই বন্দিদশা দেখতে পেয়েছি,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
আমি আনন্দের মধ্যেই তাদের লালন-পালন করেছিলাম,
চোখের জল ও শোকের মধ্যেই তাদের ছাড়তে বাধ্য হলাম।
তোমরা কেউই আমার উপর আনন্দোল্লাস করো না,
আমি যে বিধবা, আমি যে অনেকের দ্বারা পরিত্যক্তা;
আমার সন্তানদের পাপের জন্যই আমি যে স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন,
তারা যে ঈশ্বরের বিধান ছেড়ে পথভ্রষ্ট হল,

তাঁর বিধিনিয়ম জানতে চাইল না,
তাঁর আজ্ঞাগুলির পথে চলল না,
শাসন-মার্গে এগিয়ে চলতেও চাইল না,—তাঁর সেই ন্যায্যতা অনুসারে।
এসো, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
স্মরণ কর সেই বন্দিদশা,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
তাদের বিরুদ্ধে তিনি দূরদূরান্তের এক জাতিকে প্রেরণ করলেন,
তারা ভিন্নভাষী এমন ধূর্ত জাতির মানুষ,
যারা বৃদ্ধকেও শ্রদ্ধা দেখায়নি, শিশুকেও দয়া দেখায়নি,
বিধবার প্রিয় ছেলেদের কেড়ে নিল,
তাকে মেয়ে-বঞ্চিতা অবস্থায় একাকিনীই ফেলে রাখল।
কিন্তু আমি, আমি তোমাদের কেমন সহায়তা করব?
যিনি তত অমঙ্গল তোমাদের উপর নামিয়ে আনলেন,
তিনিই তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করেন।
যাও, সন্তানেরা, যাও,
আমাকে একাকিনী হয়ে থাকতে হবে।
শান্তি-বসন ছেড়ে মিনতি-চট পরলাম আমি;
সেই সনাতনের কাছে চিৎকার করব আমার সমস্ত দিন ধরে।
সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর,
তিনি তোমাদের শত্রুদের অত্যাচার ও কবল থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করবেন।
কেননা সেই সনাতনের কাছ থেকেই আমি তোমাদের পরিত্রাণ প্রত্যাশা করি,
এবং তোমাদের সেই সনাতন ত্রাণকর্তার কাছ থেকে দয়া যে তোমাদের কাছে শীঘ্রই আসবে,
এজন্য সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে আমার অন্তরে আনন্দ এসে প্রবেশ করছে।
শোক ও চোখের জলের মধ্যে আমি তোমাদের চলে যেতে দেখেছি,
কিন্তু ঈশ্বর পুলক ও আনন্দের মধ্যেই
তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন—চিরকালের মত।
সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরগুলি যেমন এখন স্বচক্ষে দেখেছে তোমাদের বন্দিদশা,
তেমনি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমাদের ঈশ্বরের সাধিত তোমাদের সেই পরিত্রাণ
যা সেই সনাতনের মহাগৌরব ও গরিমার মধ্যেই তোমাদের কাছে আসবে।
সন্তানেরা, ধৈর্যের সঙ্গে সেই ক্রোধ সহ্য কর,
যা ঈশ্বর থেকে তোমাদের উপর এসে পড়ল।
শত্রু তোমাদের উৎপীড়ন করেছে বটে,
কিন্তু তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে তার বিনাশ,
তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে তোমাদের নিজেদের পা।
আমার প্রিয়তম সন্তানেরা ভঙ্গুর পথে হেঁটে চলল,
তারা ছিল শত্রু দ্বারা তাড়িত, ছিনিয়ে নেওয়া মেষপালের মত।
সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর!
যিনি এই সবকিছুর মধ্যে তোমাদের চালিত করলেন, তিনি তোমাদের কথা স্মরণ করবেন।
তোমরা যেমন ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তা করেছিলে,
তেমনি ফিরে এসে তাঁর সন্ধান করার জন্য দশগুণ বেশি আগ্রহ দেখাও,
কেননা যিনি এত অমঙ্গলের মধ্যে তোমাদের চালিত করেছেন,
তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

শ্লোক বারুক ৪:২৭,২৯; সাম ৯৬:৩

℣ সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর! যিনি এই সবকিছুর মধ্যে তোমাদের চালিত করলেন, তিনি তোমাদের কথা স্মরণ করবেন।

℟ তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

℣ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব, সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।

℟ তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রিয়েজের ধর্মপাল ফাউস্তুসের উপদেশাবলি প্রভুর আত্মপ্রকাশ, ৫ম উপদেশ

মণ্ডলীর সঙ্গে খ্রীষ্টের বিবাহ

তিন দিন পরে এক বিবাহোৎসব হল। মানবপরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ ছাড়া এ কোন্ বিবাহ হতে পারে? বস্তুত পরিত্রাণ ‘তিন’ সংখ্যার প্রতীকমূলক অর্থ অনুসারেই উদ্‌যাপিত: হয় পরমত্রিত্বকেই স্বীকার করা হয়, না হয় সেই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা হয় যা *তৃতীয় দিনেই* ঘটেছিল।

বিবাহের প্রতীক সুসমাচারের অন্যত্রও উল্লিখিত: ছোট ছেলে ফিরে এলে তাকে গান-বাজনা, নাচ ও বিবাহের পোশাক নিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। এখানে বিজাতীয়দের ধর্মান্তরের কথা প্রদর্শিত।

যে মণ্ডলী বিজাতিদের মধ্য থেকে গঠিত হবার কথা, আমাদের ত্রাণকর্তা *বাসর থেকে বেরিয়ে আসা বরের মত* দেহধারণের মাধ্যমে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিনি মণ্ডলীকে বাগ্‌বিবাহের পণ ও স্ত্রীধন দিয়ে দিলেন: তখনই পণ দিলেন যখন তাঁর ঐশস্বরূপ আমাদের মানবস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হল; তখনই স্ত্রীধন দিলেন যখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য বলীকৃত হলেন। পণ হল বর্তমান পরিত্রাণ, স্ত্রীধন হল অনন্ত জীবন। এসব কিছু সেকালের দর্শকদের পক্ষে ছিল আশ্চর্য কাজ, আর চিন্তাশীলদের পক্ষে রহস্য। এসব কিছু তলিয়ে দেখলে আমরাও বুঝতে পারব যে একপ্রকারে সেই জলে দীক্ষাস্নানের ও নবজন্মের সাদৃশ্য প্রদর্শিত। যখন একটি দ্রব্য আর এক দ্রব্যে পরিণত হয়, বা নিম্নশ্রেণীর সৃষ্টবস্তু উচ্চতর শ্রেণীর বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তখন যেন নবজন্মই ঘটে। কানা নগরে যে জল সহসা আঙুররসে পরিণত হল, তা একদিন মানুষকেই পরিণত করার কথা।

গালিলেয়ায় খ্রীষ্টের কাজের ফলে জল আঙুররস হয়, অর্থাৎ কিনা বিধান সরে যায়, অনুগ্রহই এগিয়ে আসে; আভাস ঘুচে যায়, সত্যই আবির্ভূত হয়; দৈহিক বাস্তবতা আত্মিক বাস্তবতারই সঙ্গে তুলনা করা হয়; প্রাক্তন সন্ধির বিধিপালন নবসন্ধিতে স্থানান্তরিত হয়—প্রেরিতদূতের কথায়: *প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে; এই দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।* আর যেমন সেই জালাগুলোর জল তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুই হারায় না, বরং যা ছিল না তা-ই হতে শুরু করে, তেমনি খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে বিধানের বিলোপ হয়নি, বরং পূর্ণপ্রকাশে তার সিদ্ধি সাধিত হয়।

আঙুররস ফুরিয়ে গেলে নতুন আঙুররস পরিবেশন করা হয়: প্রাক্তন সন্ধির আঙুররস ভালই ছিল, কিন্তু নবসন্ধির আঙুররস শ্রেয়; ইহুদীদের পালিত প্রাক্তন সন্ধি তার অক্ষরেই নিঃশেষিত হয়, আমাদের নবসম্পদ এ নবসন্ধি অনুগ্রহের মাধ্যমে জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। ভাল আঙুররস হল বিধানের সেই আজ্ঞা যা অনুসারে *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে, কিন্তু তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে;* অপরদিকে সুসমাচারের শ্রেয় ও সুস্বাদু আঙুররস বলে, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালইবাসবে, আর যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরা তাদের উপকার কর।*

শ্লোক তোবিত ১৩:১০,১৩; লুক ১৩:২৯

প্রঃ হে ঈশ্বরের নগরী, পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস, দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
উঃ হাতে ক’রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।
প্রঃ তারা পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে আসবে,
উঃ হাতে ক’রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

শনিবার কিংবা ১২ই জানুয়ারী

প্রথম পাঠ - বারুক ৪:৩০–৫:৯

নব যেরুসালেমের আনন্দ

সাহস ধর, যেরুসালেম!
যিনি তোমার নাম রেখেছেন, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দেবেন।
অভিশপ্ত হোক তোমার সেই অত্যাচারী সকল,
যারা তোমার পতনে আনন্দ পেল;
অভিশপ্ত হোক সেই শহরগুলি, যেখানে তোমার সন্তানেরা বন্দি হল,
অভিশপ্ত হোক সেই শহর, যা তাদের আটকিয়ে রাখল;
কেননা সে যেমন তোমার পতনের উপর আনন্দ করল,
ও তোমার বিনাশের উপর উল্লাস করল,
তেমনি নিজের উৎসন্ন অবস্থার উপর শোক করবে।
জনবহুল শহর হওয়ায় তার যে আনন্দ, তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেব,
তার পুলক শোকে পরিণত হবে।
সেই সনাতনের নির্দেশে তার উপর আগুন নেমে পড়বে দীর্ঘ দিন ধরে,
বহুদিন ধরে সে হবে অপদূতদের বাসস্থান।
পুব দিকে তাকাও, যেরুসালেম!
চেয়ে দেখ সেই আনন্দ, যা স্বয়ং ঈশ্বর থেকেই তোমার কাছে আসছে!

দেখ, যাদের তুমি চলে যেতে দেখেছ,
তোমার সেই সন্তানেরা ফিরে আসছে,
পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত হয়ে তারা ফিরে আসছে,
—সেই পবিত্রজনের বাণীতে—ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে তারা উল্লসিত।

যেরুসালেম, শোক ও দুঃখের বসন খুলে ফেল,
ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা পরে নাও—চিরকাল ধরে।
ঈশ্বরের ধর্মময়তা-উত্তরীয় জড়িয়ে নাও,
সেই সনাতনের গৌরবের কিরীটে মাথা ভূষিত কর,
কারণ আকাশের নিচে যত জাতি রয়েছে,
ঈশ্বর তাদের দেখাবেন তোমার প্রভা,
এবং ঈশ্বর চিরকালের মত তোমার এই নাম রাখবেন:
ন্যায়ের শান্তি, ধর্মময়তার গৌরব।
ওঠ, যেরুসালেম, উচ্চস্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াও,
পুব দিকে তাকাও;
চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের!
সেই পবিত্রজনের বাণীতে
তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত,
ঈশ্বর স্মরণ করেছেন বলে তারা উল্লসিত।
শত্রু দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা পায়ে হেঁটেই তোমা থেকে চলে গেল;
এখন ঈশ্বর তোমার কাছে তাদের ফিরিয়ে আনছেন,
হ্যাঁ, রাজাসনেরই মত তাদের বহন করা হচ্ছে জয়োল্লাসের মধ্যে।
কেননা ঈশ্বর স্থির করেছেন,
তিনি উচ্চ যত পর্বত ও চিরকালীন যত শৈল সমতল করবেন,
উপত্যকা ভরে তুলবেন, ভূমি সমতল করবেন,
যেন ইস্রায়েল ঈশ্বরের গৌরবের ছায়ায় নিরাপদে এগিয়ে চলতে পারে।
যত অরণ্য ও সুগন্ধি যত বৃক্ষও
ঈশ্বরের আদেশে ইস্রায়েলকে ছায়া দেবে।
কারণ ঈশ্বর আপন গৌরবের আলোয় ইস্রায়েলকে আনন্দের মধ্যে চালনা করবেন,
—সেই দয়া ও ধর্মময়তার সঙ্গে, যা তাঁর কাছ থেকেই আগত।

শ্লোক বারুক ৫:৫; ইসা ৬০:৫ দ্রঃ
℣ ওঠ, যেরুসালেম; উচ্চস্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াও, পুব দিকে তাকাও:
℟ চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের! সেই পবিত্রজনের বাণীতে তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত।
℣ তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে, কারণ দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।
℟ চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের! সেই পবিত্রজনের বাণীতে তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি — উপদেশ ৪৫:১-৩

প্রভুর জন্ম ও তাঁর দীক্ষাস্নান
হল আমার মর্মসত্য, আমার পরিত্রাণ

আজ বিশ্বজগতের উপর সত্যকার সূর্য উদিত হল, আজ সর্বযুগের তমসার মাঝে আলোর উদয় হল। ঈশ্বর মানুষ হলেন মানুষ যেন ঈশ্বর হতে পারে; প্রভু দাসের রূপ ধারণ করলেন দাস যেন প্রভু হতে পারে; স্বর্গের স্রষ্টা মর্তে বাস করতে নেমে এলেন মর্তের বাসিন্দা সেই মানুষ যেন স্বর্গে গিয়ে বাস করতে পারে।

আহা, যত সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর দিন! আহা, যত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রত্যাশিত ক্ষণ! স্বর্গদূতেরা যা বাসনা করলেন, খেরুবদূত, সেরাফদূত ও স্বর্গীয় সকল প্রাণীর কাছে যা লুক্কায়িত ছিল, তা আমাদের এ দিনগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা যেন দর্পণে ও দৃষ্টান্তে যার আভাস পেয়েছিলেন, আমরা তার পূর্ণ বাস্তবতায় তা দেখতে পাচ্ছি। যিনি ইসাইয়া, যেরেমিয়া ও অন্যান্য নবীদের মুখ দিয়ে ইস্রায়েল জাতির কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি এখন আপন পুত্রের মুখ দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেন। প্রাক্তন ও নব সন্ধির মধ্যকার পার্থক্য ভাল করেই লক্ষ কর! সেইকালে তিনি অন্ধকারে কথা বলতেন, এখন আমাদের কাছে আলোতেই কথা বলেন; সেইকালে একটা ঝোপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবার ঈশ্বর কুমারী-গর্ভেই জন্ম নেন; সেইকালে ছিলেন আগুন যা জনগণের পাপ ধ্বংস করত, এখন মানুষরূপেই পাপমুক্তি দান করেন, এমনকি প্রভুরূপেই দাসকে ক্ষমাদান করেন, কেননা ঈশ্বর ছাড়া কেউই পাপমুক্তি আনতে পারে না।

প্রভু যীশু এদিনেই জন্ম নিলেন বা দীক্ষাস্নাত হলেন, এবিষয়ে নানা মত আছে বিধায় আমরা যেটা খুশি বেছে নিতে পারি; কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে, এদিনে কুমারী-গর্ভে তাঁর জন্মের কথা উদ্‌যাপিত হোক কিংবা তাঁর দীক্ষাস্নানেরই কথা

উদ্‌যাপিত হোক, তবু দেহগতভাবে তাঁর জন্ম ও তাঁর দীক্ষাস্নান, ঘটনা দু'টোই আমাদেরই জন্য: ঘটনা দু'টো আমারই মর্মসত্য, আমার পরিত্রাণ। ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় তাঁর পক্ষে জন্ম ও দীক্ষাস্নান গ্রহণ করা দরকার ছিল না, কেননা তিনি কোন পাপ করলেন না যা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে ক্ষমা করা প্রয়োজন ছিল। বরং তাঁর বিনম্রতাই আমাদের গৌরব, তাঁর ক্রুশই আমাদের বিজয়, তাঁর মৃত্যুদণ্ডই আমাদের পরম জয়লাভ।

তবে এসো, মনের আনন্দে এ ক্রুশ কাঁধে তুলে নিই, জয়ধ্বজা উঁচু করে তুলে ধরি, এমনকি কপালেই সেই চিহ্ন বহন করি। আমাদের দরজার খুঁটিতে এ চিহ্ন দে'খে শয়তান তো ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে; যত অপদূত সোনায় মোড়া মন্দির ভয় করে না, ক্রুশকেই ভয় করে; আর যারা রাজদণ্ড ও সম্রাটদের রাজসজ্জা ও ঐশ্বর্য তুচ্ছ করে, তারা খ্রীষ্টানদের উপবাস ও দেহসংযমের সামনে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ে।

তবে এসো, প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আনন্দে মেতে উঠি, ক্রুশের আকারে আমাদের শুচি হাত স্বর্গের দিকে উত্তোলন করি। মোশী স্বর্গের দিকে হাত উত্তোলিত করে রাখলে আমালেক পরাজিত হচ্ছিল, তিনি হাত নামালেই শত্রু বিজয়ী হচ্ছিল। আকাশে উড়তে উড়তে পাখিরাও ডানা বাড়িয়ে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন করে। ক্রুশ সত্যিই গৌরবের চিহ্ন; এমন মহাবিজয়েরই চিহ্ন যা কপালে শুধু নয়, আত্মার অন্তরতম স্থানেও আমাদের বহন করা উচিত; তেমন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরা দানব ও সাপের উপর দিয়ে পায়ে চলতে পারব সেই খ্রীষ্ট যীশুতে যাঁর গৌরব ও সম্মান হোক চিরকাল ধরে।

শ্লোক যোহন ১:১৪; প্রজ্ঞা ১৮:১৪-১৫

℣ বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

℟ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

℣ রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু, স্বর্গ থেকে রাজাসন ছেড়ে নেমে এলেন।

℟ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

প্রভুর দীক্ষাস্নান

পর্ব

প্রথম পাঠ - ইসা ৪২:১-৯; ৪৯:১-৯

সকল জাতির মানুষের আলো সেই প্রভুর দাস

এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর;
তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি;
সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।
তিনি চিৎকার করবেন না, জোর গলায় কথা বলবেন না,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনাবেন না।
তিনি থেঁতলানো নলগাছ ছিঁড়ে ফেলবেন না,
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না;
তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই ন্যায় ঘোষণা করবেন;
তিনি ক্ষান্ত হবেন না, ভেঙে পড়বেন না,
যতদিন না পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন;
দ্বীপপুঞ্জ তাঁর বিধিবিধানের অপেক্ষায় থাকবে।
প্রভু ঈশ্বর,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করে তা বিছিয়ে দিয়েছেন,
যিনি মর্তকে ও তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন পিটিয়ে পিটিয়ে তা পেতে দিয়েছেন,
যিনি মর্তবাসীদের শ্বাস দান করেন,
ও মর্তের উপরে যা কিছু হাঁটে, তাকে আত্মা দান করেন,
তিনি একথা বলছেন:
'আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি,
আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি; তোমাকে গড়েছি,
জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি
অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য,
এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের,
ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য।
আমি প্রভু, এ-ই আমার নাম!
আমি আমার গৌরব অন্যের হাতে ছেড়ে দেব না,
আমার মর্যাদাও দেবমূর্তির হাতে তুলে দেব না।

দেখ, প্রথম ঘটানাগুলো সিদ্ধিলাভ করেছে,
এবার নতুনগুলির বিষয়ে পূর্বসংবাদ দিই ;
সেগুলি পুষ্পিত হবার আগেই তার কথা তোমাদের শোনাই।'
শোন, দ্বীপপুঞ্জ ;
মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল :
প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।
তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন,
আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন,
আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।
তিনি আমাকে বললেন,
'ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস,
তোমাতেই আমার কান্তি প্রকাশ করব।'
কিন্তু আমি বললাম,
'আমার পরিশ্রম বৃথাই গেছে,
অকারণে ও অনর্থই আমার শক্তি ব্যয় করেছি।
তবু আমার বিচার যে প্রভুরই কাছে,
আমার শ্রমের ফল যে আমার পরমেশ্বরের কাছে, একথা নিশ্চিত।'
আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন,
যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন,
যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি,
—বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি,
পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি।
তিনি বললেন :
'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'
যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন :
রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে,
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।
প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,
আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,
যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,
তুমি যেন বন্দিদের বল, 'বেরিয়ে এসো,'
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, 'আলোতে এসো।'
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি।

শ্লোক মথি ৩:১৬,১৭ ; লুক ৩:২২ দ্রঃ

℟ আজ প্রভু যর্দনে দীক্ষাস্নাত হলেই স্বর্গ উন্মুক্ত, পবিত্রাত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত আর পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত:
℣ তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।
℟ কপোতের আকারে পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে নেমে এলেন ও স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল:
℣ তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ৪

খ্রীষ্টের দেহধারণ

যিনি আমাদের খাতিরে আমাদের মত হয়ে নবীর মুখ দিয়ে মানব-ভাষায় বললেন, *তিনি আমাকে মনোনীত তীর বলে নির্বাচিত করলেন, আপন তূণে আমাকে গোপন করে রাখলেন,* এসো, আমরা তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

ঈশ্বরের অনেক তীর আছে যেগুলিকে তিনি যেন তূণের মধ্যেই আপন পূর্বজ্ঞানে নিরূপিত কাল পর্যন্ত গোপন রাখলেন; যথাসময় তিনি এক একটাকে বের করেছিলেন। কিন্তু সবগুলির মধ্যে প্রধান ও মনোনীত তীর ছিল স্বয়ং খ্রীষ্ট। জগৎসৃষ্টির আগে পরিচিত হয়েও তিনি পিতার মঙ্গল ব্যবস্থায়ই যেন তূণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন; পৃথিবীতে তাঁর আগমনের সময় উপস্থিত হলে ঈশ্বর তাঁকে ছুড়লেন: সেইসময় পৃথিবী স্রষ্টাকে না পূজা করে সৃষ্টজীবদেরই পূজা করছিল বিধায় ধ্বংস ও সর্বনাশের মধ্যে শায়িত ছিল। জগৎ অপদূতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, পাপে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এ মনোনীত তীর শয়তানকে ধ্বংস করল, শয়তানের সন্ধিবদ্ধ যত কুশক্তিকেও ধ্বংস করল। অন্য অর্থে, সেই তীর যাকে আঘাত করে, তার উপকার করে, তাকে পরিত্রাণ করে, কেননা পরম গীতে সেই আঘাতগ্রস্ত কনে চিৎকার করে বলে, *আমি প্রেম দ্বারা আঘাতগ্রস্ত।*

নিজেকে উদ্দেশ করে খ্রীষ্ট বললেন, *তিনি আমাকে বললেন, হে ইস্রায়েল, তুমি তো আমার দাস, আমি তোমাতেই গৌরবান্বিত হব। আহা, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কতই না গভীর!* প্রভু স্বাধীন ছিলেন ও স্বাধীন হয়ে থাকেন, কেননা তিনি সকলের প্রভু সেই ঈশ্বরত্ব থেকে এমনভাবেই জন্ম নিয়েছিলেন যা ব্যাখ্যার অতীত। অথচ তিনি পিতার এ বাণী শুনলেন, *তুমি তো আমার দাস।* যিনি স্বরূপে স্বাধীন, যেহেতু মানুষ কেবল শরীরী ব্যবস্থার বস্তুই বোঝে, সেজন্য তিনি শরীরী ব্যবস্থা অনুসারে দাস হলেন তোমরা যেন সেই শরীরী ব্যবস্থা অনুসারে নারী থেকে তাঁর জন্মের কথা উপলব্ধি করতে পার। তাঁকে ইস্রায়েল বলে ঈশ্বর দেখাতে চান, যীশু ইস্রায়েলের বংশধর হওয়ায় তাঁর মানবস্বরূপ অনুসারে সত্যি মানুষ হলেন। সর্বাধিপতি পরমেশ্বর ধন্য নবীদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কখনও গৌরবান্বিত হননি। খ্রীষ্টই প্রথম ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করলেন, কেননা ঈশ্বর তাঁর মধ্যেই গৌরবান্বিত হলেন; তেমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। খ্রীষ্টের ঐশমর্যাদায়, তাঁর সার্বজনীন আধিপত্য ও কাজকর্মের মধ্যে তাঁর পবিত্রীকরণ ও মুক্তিদানের কর্মকাণ্ডে এবং তাঁর অসীম দয়ায় স্বয়ং পিতারই উজ্জ্বল গৌরব প্রকাশ পায়। খ্রীষ্টে ঈশ্বর এমনভাবেই পরিবৃত, আমরা যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। এমনকি খ্রীষ্ট এ কথাও বলতে পারলেন, *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।* ঈশ্বর বলেন, *তোমাতেই আমি গৌরবান্বিত হব,* কেননা পুত্রকে উদ্দেশ ক'রে, এমনকি মানবদেহে আবির্ভূত পুত্রকে উদ্দেশ ক'রে লেখা আছে, *প্রতিটি জানু নত হবে—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করবে, যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।*

শ্লোক

℟ আজ আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি যাঁকে যোহন যর্দন নদীতে দীক্ষাস্নাত করলেন:
℣ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।
℟ স্বর্গ থেকে সনাতন আনন্দ আমাদের কাছে নেমে এসেছে; স্বর্গের রাজেশ্বর খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মর্তে নেমে এলেন।
℣ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ

খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নানে মসীহ্‌-কালের উদ্বোধন

সমগ্র যেরুসালেম যোহনের কাছে যাচ্ছিল, সমগ্র যুদেয়া একটা পালের মত তাঁর পাশে গিয়ে সম্মিলিত হচ্ছিল, যর্দন-অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছিল। শাস্ত্র বলে, *যেরুসালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল। তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করত আর তিনি তাদের দীক্ষাস্নাত করতেন।*

এ ভিড়ের মধ্যে যীশুও হাঁটছিলেন; ভিড়ের সকলের মত তিনিও একই পথে চলছিলেন। তিনি তেমনটি করলেন যাতে শয়তান একথা না বলতে পারে, 'তিনি দেখতে সর্বগুণসম্পন্ন ও নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গর্বিত মানুষ; আপন পবিত্রতার উপর নির্ভর করে তিনি পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থার অধীন না হয়ে বিধান মেনে নিলেন না, কোন বলিও উৎসর্গ করলেন না। তিনি মন্দিরে যেতে রাজি হলেন না, মোশীর পুস্তকগুলি স্পর্শ করলেন না, যোহনের দীক্ষাস্নানও তুচ্ছ করলেন।'

ঠিক এধরনের অভিযোগ এড়াবার জন্যই তো তিনি পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থার অধীন হলেন, বলি উৎসর্গ করলেন, মন্দিরে উচ্চারিত যত ভাষণের প্রতি সম্মান দেখালেন, সকলের সামনে মোশীর পুস্তকগুলি পাঠ করে শোনালেন ও সকলের মত যোহনের দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন: এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি জল দ্বারা পরিশুদ্ধ হননি, তিনিই বরং জলকে পরিশুদ্ধ করলেন।

মানুষের সমুচিত পুণ্যকাজ অবহেলা না করার জন্য তিনি এমনটি দেখালেন, তিনি যেন এসব কিছু করতে বাধ্য। যেহেতু তাঁর জীবন সেই গোটা মানবকুলের খাতিরে নিবেদিত, যারা সকল আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য, সেজন্য তিনি

আমাদের কোন ঋণ অমীমাংসিত না রাখবার জন্য বা আমাদের যোগ্য শাস্তির হাতে আমাদের না ফেলে রাখবার জন্য প্রতিটি আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলেন।

ঠিক একথা প্রভু তখনই দীক্ষাগুরু যোহনকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন, যখন বললেন, *আপাতত সবকিছু যেমনটি আছে তেমনি রাখ! এইভাবেই তো ধর্মময়তার সকল দাবি আমাদের পূর্ণ করা উচিত। আপাতত সবকিছু যেমনটি আছে তেমনি রাখ।* অর্থাৎ, তুমি যেইভাবে আমাকে ভক্তি করছ, তা আপাতত উচিত নয়; তুমি অসময়েই তো আমার মর্যাদা প্রকাশ করছ। আমি চাই না, শয়তান আমার ঈশ্বরত্বের গোপন রহস্য জানতে পারবে। শয়তান যেভাবে সাধারণ একটা আদমসন্তানের কাছে এগিয়ে যায়, সে সেইভাবে আমার কাছে আসবার ফলে যেন আমার প্রজ্ঞায় যুক্ত ঈশ্বরত্ব দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়, তোমার ব্যবহারে তুমি তো একাজে বাধাই দিচ্ছ। তোমার ব্যবহারের ফলে শয়তান পালিয়ে যাবে!

আপাতত সবকিছু যেমনটি আছে তেমনি রাখ! আমাকে গৌরবান্বিত করার সুযোগ আসবেই; সেইসময়ও আসবে যখন আমার ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করতে হবে। আপাতত কিন্তু আমাদের শুধু তাই করতে হয় যা ধর্মময়তা দাবি করে। আপাতত আমি এ মানবস্বরূপ অনুসারেই নিজেকে দেখাই; দণ্ডিত এ মানবকুলের খাতিরেই জীবনযাপন করি। আজ পর্যন্ত মানুষ যত ঋণ করেছে, সেইসব শোধ করতেই আমি এসেছি। আমার ঐশস্বরূপের কাছে তাদের যে ঋণ, আপাতত আমি তা শোধ করতে আসিনি। আমি মানবকুলের মাঝে ঘর বেঁধেছি মেষশাবকরূপে বলীকৃত হবার জন্য—যেইভাবে কিছুদিন পর প্রকাশ পাবে। আপাতত আমার মানবজীবন যাপন করা উচিত। সেইসময় এখনও আসেনি যে সময় নিজের জন্য পূজা দাবি করব। *আপাতত সবকিছু যেমনটি আছে তেমনি রাখ! এইভাবেই তো ধর্মময়তার সকল দাবি আমাদের পূর্ণ করা উচিত। আপাতত সবকিছু যেমনটি আছে তেমনি রাখ।*

শ্লোক ইসা ৪২:৬-৭; মথি ২০:২৮

প্র আমি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি।

উ আমি দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের বের করে আনার জন্য।

প্র মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।

উ আমি দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের বের করে আনার জন্য।